ব্রহ্ম-দর্শন।

হাওড়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী সভার
চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে

উপহার।

হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত
এবং
বিনামূল্যে বিতরিত।

হিন্দুধর্ম্ম প্রেস,
নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।
শ্রীরাজনারায়ণ শাহা দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৭ সাল।

ব্রহ্ম-দর্শন

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্।
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষতাং জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্॥

ভগবান শঙ্করস্বামী বিরচিত সাধন পঞ্চক।

একাকী নির্জ্জনে বসিয়া পরাৎপর পরব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিবে। নিজ আত্মার মধ্যে পূর্ণাত্মা পরব্রহ্মকে দেখিবে এবং সমস্ত জগৎ পরব্রহ্ম কর্তৃক পরিব্যাপ্ত দর্শন করিবে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৮ শ্রুতি।

সেই পরাবর পরমেশ্বরকে দেখিলে মানবের হৃদয়-গ্রন্থির (জড় ও চেতনের বন্ধন-গ্রন্থির) ছেদ হয়, সকল প্রকার সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্রুতিবচনের শেষ চরণটীর এইরূপ পাঠভেদ দেখা যায়। যথা, "দৃষ্টএবমাত্মনীশ্বরে।"

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে॥ *

ঈশোপনিষদ ৬ শ্রুতি।

* সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৫।

যিনি পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি দর্শন করেন, এবং পর-ব্রহ্মকে সর্ব্বভূতে বিরাজিত দেখেন, তিনি কোন ভূতকে ঘৃণা করেন না।

ন স্ত্রী পুমান্নাপি নপুংসকঞ্চ ন সৎ ন চাসৎ সদসচ্চতন্ন।
পশ্যন্তি যদ্ ব্রহ্মবিদো মনুষ্যাস্তদক্ষরং ন ক্ষরতীতি বিদ্ধি॥

মহাভারত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়।

এই অক্ষর পরব্রহ্ম স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, নপুংসকও নহেন, তিনি কোনরূপ স্থূলবস্তুও নহেন এবং মিথ্যাবস্তুও নহেন। তিনি কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অতীত, ব্রহ্মবিদ্ মনুষ্যেরা তাঁহাকে দর্শন করেন।

বিভু পরমাত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজিত রহিয়াছেন, এবং সর্ব্বভূত বিভু পরমাত্মাতে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ যিনি দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

মনু-সংহিতা ১২।৯১।

পরমাত্মা সকল ভূতেতে রহিয়াছেন এবং পরমাত্মাতে সকল ভূত অবস্থিতি করিতেছে, এইরূপ সমদৃষ্টি দ্বারা আত্মযাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।২৯।

যিনি যোগযুক্ত চিত্ত হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ সমদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে বিরাজিত দেখিতে পান এবং পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি দর্শন করেন।

সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১০।২১২।

যিনি ব্রহ্মেতে সকল বস্তুর অবস্থিতি এবং সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মের বিরাজমানতা দেখিতে পান, তাঁহাকেই উৎকৃষ্ট কুলাচারী এবং জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে।

যত্তদদ্রেশ্য মগ্রাহ্য মগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং

তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং

তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।

মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৬।

যিনি অদৃশ্য, যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, যিনি অনন্বয়, যাঁহার বর্ণ নাই, যাঁহার চক্ষুকর্ণ হস্তপদ কিছুই নাই, অথচ যিনি নিত্য, যিনি সকলের প্রভু, যিনি সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্ম, যিনি অব্যয় এবং সর্ব্বভূতের কারণ, ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে দর্শন করেন।

সর্ব্ব বিজ্ঞান সম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্ববিৎ।

অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয়! আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম॥

বিষ্ণুপুরাণ ২।১৩।৩৭।

হে মৈত্রেয়! সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ (জড়ভরত) প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি

সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

ঋগ্বেদ।

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দর্শন করে, তেমনি পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা সেই বিষ্ণুর পরম পদকে (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে) দর্শন করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে "তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্" শব্দের এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়; যথা,—

বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।

অব্যক্তমবিকারং যৎ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৯ম অধ্যায়।

যাহা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, যাহা নিত্য, যাহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, অপ-

চয় নাই, যাহা অব্যক্ত, যাহার কোনরূপ ভাবান্তর বা অবস্থান্তর নাই, তাহাই এই "তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্" পদের বাচ্য। *

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং
যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি
ধীরা স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥

কঠোপনিষদ্, পঞ্চমী বল্লী।

যিনি অনিত্য বস্তু সকলের মধ্যে একমাত্র নিত্য, যিনি চেতনবান্‌দিগের চেতন, যিনি একাকী সমস্ত প্রাণীর কাম্যবস্তু সকলের বিধান করেন, তাঁহাকে যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তিলাভ হয়, অন্যের তাহা হয় না।

আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! পরমাত্মারূপী পরব্রহ্মকে দর্শন করিবে, শাস্ত্রমুখে বা আচার্য্য মুখে এই পরমাত্ম বিষয়ক উপদেশ সকল শ্রবণ করিবে, মনে মনে বিচারপরায়ণ হইয়া তাঁহার বিষয় মনন অর্থাৎ চিন্তা করিবে, এবং পরমাত্মাতে নিদিধ্যাসন (অর্থাৎ ধ্যান করিতে ইচ্ছা) করিবে।

এই শ্রুতিবাক্যে যে আত্মার দর্শনাদির কথা বলা হইয়াছে, উহা জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই; পরমাত্মা পরব্রহ্মের দর্শনাদির কথাই বলা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের অধিকরণ মালায় ইহার এইরূপ মীমাংসা লিখিত আছে; যথা,—

---

* এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আরও নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা সকল দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং যৎ ন বিশেষণ গোচরম্।
তৎ পদং পরমং বিষ্ণো প্রণমাম সদামলম্॥ ইত্যাদি।

যাহা স্থূল নয়, যাহা সূক্ষ্ম নয়, যাহা কোন বিশেষণগোচর নয়, সেই সদা নির্ম্মল বিষ্ণুর পরম পদকে প্রণাম করি।

আত্মা দ্রষ্টব্য ইত্যুক্তঃ সংসারী বা পরেশ্বরঃ।
সংসারী পতিজায়াদি ভোগপ্রীত্যাস্থ সূচনাৎ ॥
অমৃতত্বমুপক্রম্য তদন্তেপ্যুপসংহৃতং।
সংসারিণমনূদ্যাতঃ পরেশত্বং বিধীয়তে ॥

বেদান্ত, অধি, মালা। ১ম অধ্যায় ৪র্থপাদ ৬ অধিকরণ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে কথিত হইয়াছে যে, হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দর্শন করিবে এবং আত্মার দর্শন লাভের জন্য আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এই আত্মা কি জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা? এই সন্দেহে প্রথমতঃ পূর্ব্বপক্ষ কহিতেছেন যে, আত্মার দর্শন শ্রবণ মননাদির কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবাত্মারই কথা, কারণ তাহার পরে পতি ও জায়ার ভোগ প্রীতি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষে উত্তরপক্ষ বা মীমাংসা করিতেছেন এই যে, ইহা জীবাত্মা বিষয়ক কথা নহে, ইহা পরমাত্ম বিষয়ক কথা। ইহার সূচনায় এবং শেষে অমৃতত্ব প্রাপ্তির সাধন ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণিত থাকায় আত্মা শব্দে এখানে পরব্রহ্মকেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

সহকার্য্যন্তর বিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং
তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ।

শারীরক সূত্র ৩।৪।৪৭।

যাঁহারা পরমেশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিধি এই যে, তৎ সহকারী বিষয় তিনটী অগ্রে সাধন করিবেন। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই তিনটীর অনুষ্ঠান বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং ইহাই বিধি।

শ্রুত্বা মত্বা তথা ধ্যাত্বা তদজ্ঞান বিপর্য্যয়ৌ।
সংশয়ঞ্চ পরাণুদ্য লভতে ব্রহ্মদর্শনম্ ॥

মধ্বস্বামীধৃত ব্রহ্মতর্কের বচন।

শ্রবণ মনন ও ধ্যান দ্বারা অজ্ঞান, বিপর্য্যয় ও সংশয় নিরাস হইলে মনুষ্য ব্রহ্মদর্শন লাভ করে।

শ্রবণং মননঞ্চৈব ধ্যানং ভক্তিস্তথৈবচ।
সাধনং জ্ঞান সম্পত্তৌ প্রধানং নান্যদিষ্যতে॥
নচৈতানি বিনা কশ্চিজ্ জ্ঞানমাপ কুতশ্চন॥

শ্রবণ মনন ও ধ্যান অভ্যাস এবং যথোপযুক্তরূপ ভক্তি, এই কয়েকটী জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানরূপ সম্পত্তি লাভের পক্ষে প্রধান সাধন। এই শ্রবণ মননাদি সাধন ব্যতিরেকে কেহ কখনও (ঈশ্বর বিষয়ক) জ্ঞান লাভে সমর্থ হন না।

শৃণুয়াদ্ যাবদজ্ঞানং মতির্যাবদযুক্ততা।
ধ্যানঞ্চ যাবদীক্ষা স্যান্নেক্ষা কচন বাধ্যতে॥
দৃষ্টতত্ত্বস্য চ ধ্যানং যদা দৃষ্টির্ন বিদ্যতে।
ভক্তিশ্চানন্তকালীনা পরমে ব্রহ্মণিস্ফুটা।
আবিমুক্তের্ব্বিধির্নিত্যং স্বতঃ এব ততঃ পরম্॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে, সেই পর্য্যন্ত জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিবে; পরে যে পর্য্যন্ত ধ্যান যোগ লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত মনন করিবে; তদনন্তর যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম দর্শন না ঘটে, সেই পর্য্যন্ত ধ্যান * অভ্যাস করিবে; ব্রহ্ম দর্শন লাভ হইলে, তাহাকে ছাড়িয়া আর কোন নূতন কার্য্য করিতে হইবেক না। † ব্রহ্মদর্শন লাভ

---

* নৈরন্তর্য্যং মনোবৃত্তির্ধ্যানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

নারায়ণ তন্ত্র।

পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, নিরন্তর ঈশ্বরেতে যে মনোবৃত্তি তাহারই নাম ধ্যান।

† শ্রবণ যেরূপ মননের দ্বারা বাধিত হয়, মনন যেরূপ ধ্যানের দ্বারা বাধিত হয়, ধ্যান যেরূপ দর্শনের দ্বারা বাধিত হয়, ব্রহ্মদর্শন সেরূপ কোন কিছুর দ্বারা আর বাধিত হয় না।

হইবার পরে যদি কোন সময় পুনর্ব্বার ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হও, তবে পুনঃ দর্শনলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দৃষ্টতত্ত্বের ধ্যান করিবে। এইরূপে অনন্তকাল পরমব্রহ্মকে ভক্তি করিবে। মুক্তি প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ভক্তি করিবে, মুক্তিলাভের পরও তাঁহাকে ভক্তি করিবে। ‡

পদ্ম পুরাণান্তর্গত শিবগীতায় শিব রাঘব সম্বাদে এইরূপ লিখিত আছে যে, ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান শিবকে এক সময় এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, হে হর! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে ভগবৎ সম্বন্ধীয় নির্ম্মল জ্ঞান মানবের কিরূপে লাভ হইতে পারে, তাহার উপায় বলুন; যথা :—

> কথং ভগবতো জ্ঞানং শুদ্ধং মর্ত্তস্য জায়তে।
> তত্রোপায়ং হর! ব্রূহি ময়িতেঽনুগ্রহো যদি ॥ ১৩৷১৭।

ভগবান শিব কহিলেন ;—

> বিরজ্য সর্ব্বভূতেভ্য আবিরিঞ্চি পদাদপি।
> ঘৃণাং বিতত্য সর্ব্বত্র পুত্র মিত্রাদিকেষ্বপি ॥
> শ্রদ্ধালু মোক্ষশাস্ত্রেষু বেদান্ত জ্ঞানলিপ্সয়া।
> উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ ॥

---

‡ সর্ব্ব দৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ
মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত।

সৌপর্ণ শ্রুতি।

যে পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ না হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সেই পর্য্যন্ত সর্ব্বদা এই পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। মুক্তি লাভ হইলেও মুক্ত পুরুষগণ ইহাঁর উপাসনা করিবেন।

স্মরণোপাসনঞ্চৈব ধ্যানাত্মকমিতি দ্বিধা।
স্মরণং সর্ব্বদা যোগ্যং ধ্যানোপাসনমাসনে ॥

নারায়ণ তন্ত্র।

উপাসনা স্মরণাত্মক ও ধ্যানাত্মক ভেদে দুই প্রকার। স্মরণাত্মক উপাসনা সকল সময়েই সম্ভবে; ধ্যানাত্মক উপাসনা আসীন হইয়া করিতে হয়।

সেবাভিঃ পরিতোষ্যৈনং চিরকালং সমাহিতঃ।
সর্ব্ব বেদান্ত বাক্যার্থং শৃণুয়াৎ সুসমাহিতঃ ॥
সর্ব্ব বেদান্ত বাক্যানামপি তাৎপর্য্য নিশ্চয়ম্।
শ্রবণং নাম তৎ প্রাহুঃ সর্ব্বে তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
লোহমণ্যাদি দৃষ্টান্তৈ র্যুক্তিভি র্যদ্বিচিন্তনম্।
তদেব মননং প্রাহুঃ বাক্যার্থস্যোপবৃংহণম্ ॥
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।
সদা শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্নাত্মন্যাত্মানমীক্ষতে ॥
যৎ সদা ধ্যান যোগেন তন্নিদিধ্যাসনং স্মৃতম ॥
সর্ব্বকর্ম্মক্ষয় বশাৎ সাক্ষাৎকারোঽপি চাত্মনঃ।
কস্যচিজ্জায়তে শীঘ্রং চিরকালেন কস্যচিৎ ॥

ভগবান শিব কহিলেন, ভগবৎ সম্বন্ধীয় নির্ম্মল জ্ঞানেচ্ছু মনুষ্য ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অনিত্য সুখের প্রতি বীতরাগ হইয়া এবং পুত্র মিত্রাদি যাবতীয় সাংসারিক অনিত্য সম্বন্ধের প্রতি আস্থা বিহীন হইয়া মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওতঃ বেদান্ত নিষ্পন্ন জ্ঞান লাভেচ্ছায় উপায়ন হস্তে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকটে গমন করিবেন। অপ্রমত্ত চিত্তে দীর্ঘকালব্যাপী সেবা কার্য্যাদি দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকট স্থির চিত্তে সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শ্রবণ করিবেন। এইরূপে সমগ্র বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণ করাকেই সমস্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণ শ্রবণ নামক সাধন বলিয়া থাকেন। তৎপরে যুক্তি সহকারে লোহমণ্যাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সকলের সাহায্যে সেই শ্রুত বিষয়ের যে চিন্তা করা হয়, তাহাকেই মনন নামক সাধন রূপে তাঁহারা কহিয়া থাকেন। তদনন্তর নির্ম্মম নিরহঙ্কার সর্ব্ব-ভূতে সমভাবাপন্ন, সঙ্গরহিত এবং সর্ব্বদা শান্ত্যাদিগুণযুক্ত হইয়া ধ্যানযোগে আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনলাভের জন্য চেষ্টা করার নাম নিদিধ্যাসন। এইরূপ চেষ্টাকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহার জ্ঞান প্রতিবন্ধক কর্ম্ম সকলের

সহসা ক্ষয় হয়, তিনি শীঘ্রই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন; আর যাঁহার জ্ঞান প্রতিবন্ধক কর্ম্মসকলের ক্ষয় হইতে বিলম্ব হয়, তাঁহার ব্রহ্মদর্শন লাভে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

পরমাত্মা পরব্রহ্মকে স্থূলচক্ষে কেহ কখনও দেখিতে পায় না। মানুষ যত চেষ্টাই করুক, যেরূপ সাধনই করুক, তাঁহাকে কোন ইন্দ্রিয়ের গোচরে কখনও আনিতে পারে না *। সাধকগণ তাঁহাকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। এই জ্ঞানচক্ষু লাভ করা এক দিকে যেমন সাধন সাপেক্ষ, অন্যদিকে তেমনই ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। সরলভাবে একাগ্রচিত্তে ব্যাকুলতার সহিত যে সাধক তাঁহাকে দেখিতে যত্নশীল হন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য বোধ করেন।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্। ২।২।৭

যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা (অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষে) দর্শন করেন।

* ন তমারাধয়িত্বাপি কশ্চিদ্ ব্যক্তী করিষ্যতি।
নিত্যোঽব্যক্তো যতো দেবঃ পরমাত্মা সনাতন ॥

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে ৩।২।২৪ সূত্রের ভাষ্যে মধ্বস্বামী ধৃত পুরাণ বচন।

আরাধনা করিয়া কেহ কখনও পরমাত্মা পরব্রহ্মকে রূপ বিশিষ্ট করিতে পারে না, কারণ তিনি নিত্য অব্যক্ত।

অব্যক্ত ব্যক্ত ভাবৌ চ ন কচিৎ পরমেশ্বরে।
সর্ব্বত্রাব্যক্ত রূপোঽয়ং যত এব জনার্দ্দন।

ঐ ৩।২।২৫ সূত্রের ভাষ্যে মধ্বস্বামীধৃতকৌর্ম্মবচন।

অব্যক্ত এবং ব্যক্ত দুই প্রকার ভাব পরমেশ্বরে নাই। তিনি সর্ব্বত্র অব্যক্তরূপী অর্থাৎ রূপ বিহীন।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।†
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥

কঠোপনিষদ্ ৩।১২।

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি রূপবিশিষ্ট হইয়া কখনও প্রকাশ পান না; সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা একাগ্রচিত্ত হইয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা ইঁহাকে দর্শন করেন।

সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষু র্নিরীক্ষতে।
অজ্ঞান চক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বতং ভানুমন্ধবৎ ॥

আত্মবোধ। ৬৪।

সর্ব্বগত সদাকালস্থায়ী চৈতন্যরূপী পরমাত্মাকে জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট লোকেরা দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা অন্ধের সূর্য্য কিরণ দেখিতে না পাওয়ার ন্যায় এই পরমাত্মাকে দেখিতে পান না।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দ্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণাবা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।৮।

চক্ষু দ্বারা, কি বাক্যদ্বারা, কি অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারা, কি তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তিরা জ্ঞান প্রসাদে ধ্যান করতঃ সেই নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব পুরুষকে দেখিতে পান।

---

† এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠত্যখিলঃ সদা। (পাঠভেদ)। শিবসংহিতা ৭মঅধ্যায়।

ভীতঃ পান্থ ইবাহিভ্যঃ পুক্কশেভ্যইব দ্বিজঃ।
দূরে তিষ্ঠতি চিন্মাত্রমিন্দ্রিয়েভ্যোহ্মনামরং॥

যোগবাশিষ্ট, উপশম প্রকরণ।

পথে চলিতে চলিতে পথিক পথমধ্যে সর্প দেখিলে যেরূপ ভীত হইয়া দূরে সরিয়া যায়, চণ্ডালের সান্নিধ্য হইতে ব্রাহ্মণ যে প্রকার দূরে অবস্থিতি করেন, নির্ব্বিকার চৈতন্য স্বরূপ পরব্রহ্ম সেইরূপ আমাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ হইতে দূরে অবস্থিতি করেন। অর্থাৎ তিনি কখনও কোন ব্যক্তির কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর হন না।

মৃগৈর্ম্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা।
গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে॥

মহাভারত, মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় ৩০।১২

যেরূপ মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী এবং গজ দ্বারা গজ ধৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞেয়পদার্থ পরমেশ্বর কেবল জ্ঞান দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকেন। *

---

* শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে তুমি ইহা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইবে না, জ্ঞানাত্মক অলৌকিক চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু তোমাকে দিতেছি, তাহা দ্বারা দর্শন কর; যথা,—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্ব চক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১।৮।

ভগবান শিবও রামচন্দ্রকে অবিকল এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; যথা,—

ময়ি সর্ব্বং যথা রাম জগদেতচ্চরাচরম্।
বর্ত্ততে তদ্দর্শয়ামি ন দ্রষ্টুং ক্ষমতে ভবান্॥
দিব্যং চক্ষু প্রদাস্যামি তুভ্যং দশরথাত্মজ।
তেন পশ্য ভয়ং ত্যক্ত্বা মত্তেজোমণ্ডলং ধ্রুবং॥
ন চর্ম্মচক্ষুষা দ্রষ্টুং শক্যতে মামকং মহঃ।
নরেণ বা সুরেণাপি তন্মমানুগ্রহং বিনা॥

শিবগীতা—৭।৯-১১।

সর্ব্বশক্তিরনন্তাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতঃ।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

যোগবাশিষ্ঠ।

সর্ব্বশক্তিযুক্ত এক অনন্ত আত্মা সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এই অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরকে যিনি অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন, তিনিই সত্য দর্শন করেন।

পরিশিষ্ট।

হড়া-হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ১ম রবিবার হুগলী জেলার অন্তর্গত হড়া গ্রামে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবানের কৃপায় অল্পে অল্পে আপনার কার্য্য করিয়া আসিতেছে। অগ্রহায়ণ মাসের ১ম রবিবার এই সভার জন্ম হইয়াছিল, এ কারণ প্রত্যেক বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবারে ইহার সাম্বৎসরিক উৎসব-কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

সভার উদ্দেশ্য।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত ভাব যাহাতে হিন্দুসন্তানগণ অবগত হইতে পারেন, হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা যাহাতে হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রচলিত হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করাই এই সভার উদ্দেশ্য; অর্থাৎ যাঁহারা নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের উপাসনায় সক্ষম হইবেন, তাঁহারা যাহাতে নিষ্ঠার সহিত সেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, আর যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহারা প্রথমতঃ যদিও নিজ নিজ শক্তি এবং ধারণা অনুসারে কোন প্রকার স্থূলভাবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহারাও সেই সেই স্থূলভাবের উপাসনা হইতে ক্রমে সূক্ষ্মে যাইয়া উপনীত হইতে পারেন, তাহার জন্য যতদূর সম্ভব, যত্ন ও শ্রম স্বীকার করাই, এই সভার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। মোট কথা, যাহাতে দেশমধ্যে জ্ঞান ভক্তি এবং নিষ্ঠার

ভাব বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিবার জন্যই এই সভার জন্ম।

আমাদিগের এই হড়া-হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভার সহিত একযোগে কার্য্য করিবার অভিপ্রায় লইয়া যে সকল সভা স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে খারহাট্টা এবং সেহাখালা সভার কার্য্য গত বৎসর আংশিক-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ট্যাগরা নিবাসী বাবু প্রিয়নাথ করের বাটীতে বিগত বড়দিনের বন্ধের সময় এবং সন্না নওপাড়া নিবাসী বাবু হারাণচন্দ্র মিত্রের বাটীতে বিগত গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধের সময় যথারীতি মহোৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বিগত আশ্বিন মাসে কোজাগর পূর্ণিমার দিবস বাহির-গড়া-সত্যধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভার উৎসবকার্য্যও যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। অযোধ্যা (লক্ষ্মীপুর) নিবাসী বাবু কুঞ্জবিহারী পান মহাশয়ের বাটীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল সভা ও উৎসবের অনুষ্ঠাতা এবং উদ্যোগ কর্ত্তাদিগকে এই সভা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সভার সাহায্যার্থ দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ	হড়া	৭৫৲
ক, খ, গ,	„	৪৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী পান	অযোধ্যা	২৲
„ „ নন্দলাল কর্ম্মকার	হড়া	১৲
„ „ প্রিয়নাথ কর	ট্যাগরা	২৲
„ „ বসন্তকুমার সরকার	হড়া	১৲
„ „ রাসবিহারী রায়	ময়াল	১৲
„ „ হারাণচন্দ্র মিত্র	নওপাড়া	২৲

নির্ব্বাণ-পদাবলী ।

ভৈরব—একতালা ।

জয় জয় জয় জগদারাধ্য ত্রিভুবন মাঝে প্রথম পূজিত,
ভবানী-নন্দন গজেন্দ্র-বদন, গণপতি শুক্ল গণেশ ।
লম্বোদর বিঘ্নহরণ, শঙ্কর-সুত এক রদন,
সিদ্ধিদাতা মুষিক-বাহন, অরুণ বরণ সুরেশ ।
সুরনর-মুনি সবে যাত্রা কালে, যেবা মুখে জয় সিদ্ধিদাতা বলে,
অমঙ্গল তার নাই কোন কালে, তব কৃপাবলে দিনেশ ।
প্রথমে তোমারে কেহ না পূজিলে, অন্য পূজা তার যায় যে বিফলে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অমর সকলে না করে কৃপার লেশ ।
দীন রাম তব চরণ প্রান্তে, যাচে প্রভো তার এক দাসে একান্তে,
যেন নাথ তব চরণ কৃপাতে, পূরে মম অভিলাষ ।

২ ভৈরব—একতালা।

উঠ উঠ মন হেরি একেমন অচেতনে কেন রহিলে
পোহাল যামিনি হের দিনমণি, বিরাজিত উদয়াচলে।
চল যাই যথা, ত্রিপথ গামিনি, নাচিছে আনন্দে দিবস রজনী,
অবগাহনেতে ধন্য করি মানি পতিত-পাবনি সলিলে।
তুলিয়ে কুসুম চর্চ্চিয়ে চন্দনে, দাও মম মন অকপট মনে,
ভুবনেশ্বরীর অভয় চরণে. নহে দিন যায় বিফলে ;
অবিরাম মুখে বল তারা নাম, পাইবেরে মন অনন্ত বিশ্রাম,
দুস্তারে সাগরে তারা নিস্তারিণী, জানিয়ে কিহেতু ভুলিলে।
ইন্দ্রিয় সুখেতে দাও জলাঞ্জলি, অঙ্গেতে দাওরে তারা নামাবলি,
ভক্ত পদধুলি রাখ শিরে তুলি, ভাসিবে না কভু অকূলে ;
দীন রাম বলে মন এই বেলা, বাঁধরে যতনে তারা নামের ভেলা,
(যদি) আছে তব কাজ, সকালেতে সাজ এক বাক্য সবে বলে।

৩ ভৈরব—একতালা।

নিশি দিন স্মর হর হর হর শঙ্কর শিব পিনাক ধারী,
রুণ্ড মালা চন্দ্র ভালে জ্বলিছে অনল ধ্বগ্ ধ্বগ্ ধ্বগ্ বাজিছে
ডমরু ডিম্ ডিম্ ডিম্ মুক্তি রূপ অবতার।
জটা-জুট শিরে বিরাজিত, পতিত পাবনি গঙ্গা শোভিত,
সুরনর মুনি বিরিঞ্চি বাঞ্চিত, পতিত পাবন ভস্ম ভুষণ,
ত্রিশুল করিছে সন্ সন্ সন্ ফোম্ ফোম্ ফোম্ ডাকে ফনীগণ,
হরি হরি হরি হর হর হর।
কমল আসন, বৃষভ বাহন, অনুপম রূপে শোভে ত্রিভুবন,
নহে সে সামান্যা, ত্রিভুবন মান্যা বামে শোভে হিম-গিরিবর কন্যা,
ত্রিভুবন মাঝে ধন্য ধন্য বম্ বম্ বম্ হর্ হর্ হর্।
গিরিজা-পতি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বনাথ ডমরু কর, হাড়মালা করে খড় খড়
নীলকণ্ঠ ভুতনাথ, রজত-অচল-মুরতি ভৈরব ;
ডাকিছে রাম কাতরে তোমারে, জঠর যাতনা কেন বারে বারে,
আশুতোষ আশু এ ভব সাগরে, তার তার তার হর হর হর।

৪ ভৈরব—একতালা।

জয় জয় জয় কল্যাণেশ্বর এ ঘোর কলির কলুষ হর,
জগত-গুরু বিশ্বেশ্বর, সংসার সাগর তারণ।
পার্ব্বতী-প্রাণ পরম কারণ জয় জয় জয় লিঙ্গরূপী ত্রিলোচন,
যোগীশ্বর জয় হরি হর বিহর হৃদয়ে অনুক্ষণ।
সকালে বিকালে কিবা সন্ধ্যাকালে, যেবা জপে সদা শিব শিব বলে,
অশিব ঘটেনা তার কোন কালে, অকালে হয় না মরণ।
ত্রিপত্র মিশায়ে জাহ্নবী সলিলে, অগুরু চন্দন ধুতুরার ফুলে,
পূজে ভক্তি ভাবে ও পদ কমলে, যতেক সাধকগণ ;
অপার মহিমা কে বর্ণিতে পারে, দয়াময় তুমি এ বিশ্ব মাঝারে,
আশুতোষ নামে তোষ যে ভক্তেরে তুমি হে শমন দমন।
ব্রহ্মা রূপে সৃজ এ তিন ভুবন, বিষ্ণুরূপে কর সবার পালন,
মহেশ্বর রূপ ধরিয়ে জীবের করহ সংসার সাধন ;
দুর্জ্জয় শমন হাত এড়াইতে, তুমি বিনা গতি নাই এ জগতে,
যাচে রাম তব চরণ যুগেতে, (যেন) অন্তিমে ভুলনা কখন।

৫ ভৈরব—একতালা।

(তোমার) ভাবনা কি হয়না, জাননা শিয়রে বসিয়ে দুরন্ত শমন।
যেন অমর হয়েছ আনন্দে মেতেছ, ভুলেছ জঠর যাতনা কেমন।
প্রাণের প্রেয়সী কেমনে তায় তুষি, ভাবিছ যে বসি অনুক্ষণ ;
তব দিন গনিবারে নিত্য শোভা করে প্রভাতে পূরব দিকে তপন।
আনিয়ে যতনে পুত্র কন্যাগণে, সাদরে করিছ শিরে চুম্বন ;
সে নহে যে চুম্বন, জাননারে মন, (তুমি) সোহাগে ডাকিছ জনম মরণ
যাদের লইয়া পেতেছ সংসার, করিছ যাদের আপন আপন ;
আয়ুঃশেষ হ'লে মায়া কান্না তুলে, অনা'সে তোমারে দিবে বিসর্জ্জন।
ভাব বিপরীত ঐ নহে উচিত, এখনও বিহিত কর মম মন ;
অনিত্য এ সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি, কর নিত্যধন অন্বেষণ।
কঠিন অন্তরে ত্যজ অনাদরে, তব অনুচরগণ ;
তা'রা হইলে অন্তর বিমল অন্তরে রহিবে যেজন সেই আপন।

দীন রাম বলে কি হেতু ভুলিলে অমোঘ গুরু বচন ;
কর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সাধু সনে রহ, কর সৎশাস্ত্র আলাপন।

৬ ভৈরব—একতালা।

দয়াময় হরি, জাননা।
ত্রিভুবনে নাহি তাঁর তুলনা।
শুনরে অবোধ মন, ভজ হরির চরণ, পরম দয়াল হরি, কভু তাঁরে ভুলনা
নির্ম্মল সলিলে প্রাতে করিয়ে অবগাহন,
ভক্তিভাবে পূজ সেই পদ্ম পলাশ লোচন,
মুখে বল হরি হরি হরি ভবের কাণ্ডারী,
কাণ্ডারী বিহীন তরী কভু পারে যায় না।
হরিনাম লইলে পরে, যম-ভয় যাবে দূরে,
করিতে হবেনা আর, বার বার আনাগোনা।
ত্যজিয়ে ছল প্রপঞ্চ, দারা, সুত, বন্ধুগণ, অনুক্ষণ অন্তরেতে ভাব নীরদ বর
গোলক-বিহারি হরি লক্ষীপতি জনার্দ্দন,
সেই নিত্য ধনে রাম অবিরত ভাবনা।

৭ ভৈরব—একতালা।

অনাদি অনন্ত অজর অচিন্ত্য অজ অনুপম অশোক অব্যক্ত,
অমিল অভয় অমর অব্যয়, অকার রূপিনে নমঃ নমঃ নমঃ।
ঊর্দ্ধাদি দিক্ উজ্জ্বল বরণ, উদানাদি যংহি পঞ্চপ্রাণ,
উষায় ভানুর উদয়-কারণ, উকার রূপিনে নমঃ নমঃ নমঃ।
মনসিজ মহান্ত, মনোহর, মহেন্দ্র-মুনীন্দ্র-মন-অগোচর,
মন-তীর্থ-বাসী মহাকাশ-শশী, মকার রূপিনে নমঃ নমঃ নমঃ।
নারায়ণ অন্তে দিওহে চরণ, দীন রাম তব অতি অভাজন,
নাহি অন্ত বল ত্র্যক্ষর সদনে, নমি তব পদে হ'ওনা নির্দ্দয়।

৮ ভৈরব—ঢিমা তেতালা।

অনন্ত মহিমা গো মা অন্ত তব কেবা পায়।
তুমি অনুপায়ের উপায় কালী যারে রাখ পায়ে সেই পায়।

ভক্তি ভাবে তব পায়ে যে যা চায় তাই পায়,
বামনে ইচ্ছিলে সেও চন্দ্রমা ধরিতে পায়,
পায়ের আশ্রয় পেলে ইন্দ্রত্ব যে তুচ্ছ তায়,
তাই সুর নর সবে চরণ পূজিতে চায়।
পাইলে তোমার পায় ভব ভয় দূরে যায়,
পায়ের কৃপায় পায় পায়ের সে সদুপায়,
পায়ের শরণ নিলে কৃতান্তও ভয় পায়,
(তব) পায়ে ধরি দীন রামে রেখ গো মা রাঙ্গা পায়।

৯ ভৈরব—একতালা।

থাকিতে শকতি শকতি-রূপিনি ভুবনেশ্বরীর লওরে শরণ।
চরণে আশক্তি রাখ দিবা রাতি, নিবৃত্তি না যেন পায় কদাচন।
অকৃতি অধম দীন হীন তুমি কর যথা শক্তি শক্তিরে স্মরণ,
যাঁহার কৃপায় ঘুচিবে দুর্গতি আর না হেরিবে জাগিয়া স্বপন।
কালীনাম মহাশক্তি হানি-নাশ, অবিদ্যার শক্তি আজি মম মন,
শক্তির প্রভাবে পরাভব হবে শমন শকতি হেরিবে তখন!
দীন রাম বলে আদ্যাশক্তি বলে বাকৃশক্তি তুমি পেয়েছ রে মন,
কালী কালী ব'লে জীবন্মুক্ত হয়ে নির্ভয়ে ভুবন কর বিচরণ।

১০ ভৈরব—একতালা।

দীন দয়াময়ি তার মা এ দীনে, দীনের দিন যে আগত।
তুমি বিনা শিবে কে আছে এ ভবে নিবারে দুরন্ত কৃতান্ত।
অজপা বিগত হয় গো জননি প্রাণবায়ু কবে হইবে নির্গত,
যাহা ইচ্ছা তব কর মা আসিয়ে আমি গো শরণাগত।
সন্তান উপরে জানিগো কখন জননি না হন রাগত,
তার মা না তার তোমারই ত তায় হের প্রাণ কণ্ঠাগত।
তুমি অন্তর্যামী ত্রিভুবন মাঝে কি আছে জননি তব অবিদিত,
তুমি ত জান মা কি আছে এ দীন রামের অন্তর গত।

১১ ! ভৈরব—একতালা ।

কলির কলুষ নাশিনি করালী (কালী) কাল ভয় বারিনি ।
তার মা তনয়ে ত্রিতাপ হারিণি (তারা) ত্বরা করি তারিনি ।
ষড়রিপু ষড়যন্ত্র নিবারিণি (ষোড়শী) ষন্মুখ জননি,
ভুবন পূজিতা (ভুবনেশ্বরী) ভবের ভয় নিবারিনি ।
ভবের হৃদয় বাসিনি ভবানি (ভৈরবী) ভুভার হারিনি,
ছিন্নকর মম ভবের বন্ধন (ছিন্নমস্তা) ছিদ্রঘট নিবাসিনি ।
ধূর্জ্জটী ধ্যানেতে না পান ধরিতে (ধূমাবতী) তব চরণ দুখানি,
বিরিঞ্চি বাসব বন্দিত তুমি মা (বগলা) বিশ্বের জননী ।
মনরূপ মত্ত মাতঙ্গ মর্দ্দিনি (মাতঙ্গী) মহেশ ভামিনি,
কাতরে করিতে করুণা (কমলা) বিমল রূপ ধারিনি ।
দীনরাম অতি নরাধম শুন গো অধম তারিণি,
নাশ গো অবিদ্যা (দশমহাবিদ্যা) সুখদা মোক্ষদায়িনি ।

১২ ভৈরব—একতালা ।

মা মা রবে মন সুখে মন ত্রিতন্ত্রী বাজাওরে,
মায়ের রচিত সুমধুর বীনা বাজায়ে মা নাম গাওরে ।
স্মরিয়ে ধূর্জ্জটী মন্ত্র হতে উঠি, মধ্য গ্রামে যাও মনরে ,
ক্রমে তারা পুরে উঠে তার স্বরে, তারা তারা ধ্বনি কররে ;
মিলায়ে অকার উকার মকার, মা নামের অগ্রে দিয়ে অলঙ্কার,
বাজাও সাধের বীণা বার বার, ভুবন কম্পিত কররে ;
মূলাধারে আছে নিদ্রিতা যোগিনী, মতমুখে সেই শিব সোহাগিনী,
(তব) বীনার ঝঙ্কারে সুষুপ্তা দেবীরে, জাগায়ে প্রসন্না কররে ।
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ঘেরি, বান্ধি ত্রিকোটী তন্ত্রী সারি সারি,
বাজিছে নিয়ত মা মা করি, (তব) বীণার ভিতরে শুন রে ;
দীন রাম বলে মন ক'রোনাক হেলা, বাজাও সাধের বীণা এই বে
অজপা ফুরালে বীণা ফেলে যাবে আনন্দে আনন্দ নগরে ।

১৩ ভৈরব—একতালা।

হরি হরি হরি ক'রে ঘুরে মরি, কারে হরি আমি ভাবি অনুক্ষণ।
হরি হরি ক'রে মজিয়ে লোভেতে হরিতে হয়েছে মন।
দীন হীন আমি নাহি যে সম্বল তাই সদা হরি হরি করে মন,
হরিয়ে রাখিব হরির সে নাম হরিব ত্রিকাল দুখে অনুক্ষণ।
হরির উদয়ে আলোকিত হবে রামের আঁধার হৃদয় গগন,
হেরি সে ভাস্করে যত নিশাচরে সভয়ে করিবে দূরে পলায়ন।
হরি আসি হৃদি কাননে পশিলে, হরিবে প্রাণেতে যত পশুদলে,
হরষিত হ'য়ে হরি হরি ব'লে হরিময় রূপ হেরিব ভুবন।

১৪ ভৈরব—যৎ।

আমার যা কিছু ভরসা তুমিই মা।
আমি যে অধম অতি নিরন্তর মন্দমতি,
আমার বলিতে ভবে তুমিই কেবল আছ মা।
তুমি আছ তাই আছি, নহিলে কেমনে বাঁচি,
তুমি যে ভুবনেশ্বরী চৈতন্য রূপিণি শ্যামা।
যে কোন করম করি, তোমাতে অর্পণ করি,
পাপ পুণ্য ভাল মন্দ কিছুই ভাবিনা মা।
তোমারই চরণ জোরে, ভ্রমিতেছি এ সংসারে,
কাল পূর্ণ হ'লে জানি, তুমি কোলে নেবে মা।
দীন রাম বলে জননি, (আছি) নিশ্চিন্ত দিবা রজনী
জানি তুমি ভাল বই মন্দ ত জাননা মা।

১৫ ভৈরব—কাওয়ালী।

হেরে চরণ ভুলিল মন প্রাণ।
এক সুধাকর করে জগৎ উজ্জল করে,
আজি দশ সুধাকরে করে ও চরণে কর দান।
অমর নিকর যাঁরে, যোড় করে স্তুতি করে,
(সেই) গুণাকর শঙ্কর আছেন চরণে শয়ান।

দিনে দেখি দিবাকরে, নিশায় সে নিশাকরে,
(এবে) মায়ের পদে রবি শশি হেরি যে বিরাজমান।
যে জন ঘোর আকারে সর্ব্ব জীবে গ্রাস করে,
সেইকালের কাল আসি করে চরণে কর প্রদান।
দীন রাম সুখে বলে রাঙ্গা জবা বিল্বদলে,
পূজে ও পদ কমলে, করিব মহা প্রস্থান।

১৬ ভৈরব—ঢিমা তেতালা।

বিশ্বরূপা ব্রহ্মময়ি তুমি তারা ইচ্ছাময়ি ইচ্ছায় ভব সংসার পাতিলে,
পঞ্চভূত মিশাইয়ে অসার ঘর বাঁধিয়ে আমারে স্বজিয়ে তাহে রাখিলে।
শত্রুপুরী মাঝে বাস, করিলে হয় সর্ব্বনাশ, জেনে ছটা রিপু হাতে সঁপিলে,
আপনি থাক লুকায়ে অহং সং সাজাইয়ে, ভোজের বাজী ভাল এবে খেলিলে
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বয়, রাখিয়ে ভব ইচ্ছায়, মায়ায় আমিত্ব দিয়ে ভুলালে;
চিরদিন অন্তরালে, রহিলে না দেখা দিলে, ভাল জগতের মা সাজিলে।
দীন রাম বলে বৃথা, লুকাও মা যথা তথা, অন্তর অন্তর হ'তে নারিলে;
মিছা কেবল অকারণ আপন করি গোপন, মা নামে কলঙ্করাশি রাখিলে।

১৭ ভৈরব—ঠুংরী।

আকুল দুঃখ সদা তারণ কারণ, বেদ অগোচর বিঘ্ন বিনাশন,
সত্যসনাতন সত্যনারায়ণ, শিবময় তুমি অশিব নাশন।
উত্তম উত্তম তুমি দেবোত্তম তুমি পুরাতন পুরুষ পরম,
তুমি অনাদি হরি অনন্ত দুঃখহারী তুমি সকল সৃষ্টি আদি কারণ।
তুমি মন্দির তুমি দীপ তার মাঝে, তুমি শীতল জল ভীষণ মরু মাঝে,
ভোগী সংসারী মহাযোগী অনাহারী বিরাট রূপধারী ব্রহ্ম সনাতন।
তুমি আধেয় তুমি পরম আধার, হয়িছে তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
স্বজিছ পালিছ পুনঃ নাশিছ নিরন্তর, বটপত্রশায়ী তুমি নারায়ণ।
তুমি মহোরগ তুমি প্রকৃতি, তুমি বীজ তুমি পত্র পুষ্প ফলধারি,
কত রাজরাজেশ্বর কখন দীন ভিখারী,
একাধারে তুমি শিব শক্তিময় নিরঞ্জন।

তুমি সর্ব্ব ব্যাধি তুমি সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশন,
হরি হে! ভবতরী তোমার রাঙ্গাচরণ, দীন হীন রাম যাচিছে অনুক্ষণ,
চরমে বঞ্চিত যেন কোরনা ও চরণ।

১৮ ভৈরব একতালা।

অহং নাম ধারী পত্র পুষ্প ধারী পাদপে পরশ কোরোনা,
মুক্তি পথ রোধি বিরাজে কায়ায় তাহার তলায় যেওনা!
গৃহ ক্ষেত্র দুটি শাখা শোভে তার, পুত্রাদি-সমৰ পল্লব তাহায়,
ধন ধান্য রূপ পত্রে শোভাপায়, সবায় ভুলায় ভাবিয়ে দেখনা।
বাসনা জনিত কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম, প্রতিক্ষণে ফোটে কুসুম কুসম,
সুখ দুঃখ ফল ঝোলে তার ডালে, সে ফল তুলিতে যেওনা;
বিষধর সম সেই তরুবর, আলিঙ্গিলে তাহে দংশিবে সত্বর,
দীন রাম বলে সেই তরুবরে সমূলে নির্ম্মূল করনা।

১৯ ভৈরব একতালা।

নিশা অবসানে সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যেন অলসে থেকনা মম অধম পামর মন।
ব্রহ্মা মুরহর হরি, ত্রিপুর অন্তকারী ভানু শশি ভূমি সুত ভীতজন ভয় হারি,
বুধ বৃহস্পতি আর শুক্রাচার্য্য শনৈশ্চর, রাহু কেতু নাম মুখে কররে উচ্চারণ।
উষায় শয্যায় বসি বলরে মন অবিরাম,
মোক্ষ দায়িনি দুর্গহরা সেই দুর্গানাম, কলুষ নিচয় দূরে যায় লইলে যে নাম,
তমঃ তিরোহিত যথা উদয় হারে তপন।
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা আর মন্দোদরী, সাধ্যাসতী অরুন্ধতী
জিনি যেই পঞ্চ নারী, সেই পঞ্চকন্যা নাম প্রভাতে অন্তরে স্মরি,
নাশরে দীন রামের পাতক অবোধ মন; মুখে বল কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ভৈরবী মা ছিন্নমস্তা ধুমাবতী সুরেশ্বরী, বগলা মাতঙ্গী আর হরির হৃদয়েশ্বরী,
কমলা এই দশ মহাবিদ্যা নাম অনুক্ষণ।

২০ ভৈরব কাওয়ালি।

উঠ ধরা তারা জিনয়নি।
আর ঘুমায়ে থেকনা মাগো জাগো শিবে জাগো জাগো ধরিগো চরণ দুখানি।

নিদ্রিতা হেরে তোমারে, পাইয়ে আঁধার ঘরে,
হের মা গ্রাসিছে মোরে কাল ফণি ধীরে ধীরে,
এখনও উঠমা নহে করে সর্ব্বগ্রাস করে, তাইমা জাগাই তোরে তারিণি।
গরল অনল সম জলিতেছে অনুক্ষণ, হায় ক্ষুধা এখনও হয়না মা নিবারণ,
ফণি-মুখ-গত ভেক সম করি যে ভোজন, নিঃসহায় প্রাণযায় আয় গো জননি।
কাল বিষে কাল কেশ হইল শ্বেত বরণ, দর্শন শ্রবন হীন ক্রমে ভাঙ্গিল দশন,
(তুমি) কাল বারিণি ব'লে দীন রাম অনুক্ষণ,
রক্ষ রক্ষ বলে লক্ষ্য করে নিস্তারিণী।

২১ ভৈরব একতালা।

সকল তীর্থ সার তুমি মাগো ত্রিলোক পাবনি জয় সুরধনী।
শশাঙ্ক শেখর শিরে বিরাজিতা জয় দ্রবময়ি তারা তরঙ্গিনী।
পতিতে তরাতে আছগো-জগতে তুমি মা প্রমথ নাথ সোহাগিনী,
পতিত পাবন হরির চরণ হইতে উদ্ভবা তুমিগো তারিণি।
আনন্দে পবন হিল্লোলে যখন নৃত্য কর মা পতিত পাবনি;
পুলকে তখন ঢালিয়ে কীরণ নাচেগো তপন ওমা নিস্তারিণি।
জয় গঙ্গা ব'লে যে কোন সলিলে যথা তথা স্নান যে করে জননী,
তোমার কৃপায় মুক্তি পায় তুমি-সুখদা মোক্ষ দায়িনি।
দীন রাম বলে নিশ্চয় তারিবে বলিয়ে কলুষ নাশিনি,
বিরাজিছ মম হৃদয়ে বামেতে অগতির গতি দায়িনি।

২২ ভৈরবী ঠুংরী।

কমল নয়ন কমলাপতি হরে হরে নারায়ণ।
ভকত ভয়-হারী নাথ শরণাগত প্রতি পালন।
তুমি ত্রিভুবন নাথ আমি অতি দীন হীন,
কেমনে তুষিব তোমায় ভাবি তাই নিশিদিন, জয় দেব জয় দেব জয় জয় জনার্দ্দন,
দাও নাথ কর কৃপা দেহি অচল শরণ।
পুরাণে শুনেছি তব নাম বাঞ্ছা কল্পতরু, তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি শিব জগদ্গুরু,
হিম গিরিবর তুমি তুমিহে নাথ সুমেরু, ভকত বৎসল তুমি সঙ্কটে মধুসূদন।

কাল-বশে গেল দিন সন্ধ্যা আসি দেখা দিল, অবসাদে অবশ-তনু মহানিদ্রায় ঘেরিল,
যাচে রাম কোথা প্রভু এবে আসি দাও কোল,
নির্ভয়ে ঘুমায়ে রব তব পাশে চিরদিন।

২৩ ভৈরবী ঠুংরী।

দয়াময়ি দুখ হারিণি জননি।
করাল বদনা কালী কলি-কলুষ নাশিনি।
তিমির বরণা শ্যামা দিগম্বরা অনুপমা, এলোকেশী অট্টহাসি পতিত জন পাবনি।
তরুণ অরুণ জিনি পদ-সরোজ দুখানি, সে বিছে অমর নর যক্ষ রক্ষ মহা মুনি,
ত্রিভুবনে তুমি গো মা ব্রহ্মময়ি সনাতনী, মহেশ হৃদি বাসিনি ভুবন মন মোহিনি।
হেরিতে ও রাঙ্গা পদ রাম চাহে অবিরত,
তার মা এ ভবার্ণবে আমি যে তব আশ্রিত,
বঞ্চিত কোরোনা গো মা শমন ভয় বারিণি।

২৪ ভৈরবী ঠুংরী।

দীন-জন-দুঃখ হারিণি জননী, জগত-ত্রাত্রী ভবানি।
জয় বিশ্ব প্রসবিনি বিশ্বেশ্বরী অপার আনন্দ দায়িনী।
অনিলে সলিলে আকাশে অনলে, প্রকাশ অপার লীলা তব গো ভূতলে,
নেহারি প্রাণ চাহে জ্ঞান আঁখি মেলে, দেহি জ্ঞান জ্ঞান-দায়িনি।
তুমি এক তুমি অনেক রূপ ধারিণি, ভুবনে সকলে তুমি পরম ব্রহ্ম রূপিনি,
জয়তি জয় জয় ব্রহ্মময়ি সনাতনি, ভুবন ঈশ্বরী তুমি তব ভয় বিনাশিনি।
বিমল ভাতি তব যে জাগে সদা অন্তরে, দুর্গতি দুর্মতি তার নিরন্তর রহে দূরে,
নিস্তারিণি নাম তব এ ভব সংসারে, তুমি গো জীব নিস্তার কারিণি,
কহে সেবক রাম লাল যোড় করে, অন্তরে নির্দয়া হ'ও না কভু আমারে,
দিবানিশি ডাকি তব ঝরে আঁখি লোরে,
চরমে চরণে স্থান দিও মা দীন জননি।

২৫ ভৈরবী ঝাঁপতাল।

আনহে গিরি রাজন প্রাণ হেম বরণা উমাধন।
সেধন বিনা নিরখি রাজ ভবন বিজন কানন।
যাও যাও দ্রুতগতি, যথায় প্রাণ পার্ব্বতী,
দুর্গতি নাশিনি দুর্গায় এনে দেখাওহে ধরি চরণ।
বিনা সে শশি বদন, সতত কাঁদিছে প্রাণ,
কেমনে হে প্রাণনাথ! ধরি এ ছার জীবন;
মমতা বিহীন হয়ে, পাষাণে হৃদি বাঁধিয়ে,
প্রাণ উমারে ভুলিয়ে, কেমনে ধরিছ প্রাণ।

২৬ ভৈরবী একতালা।

ভজরে পামর মানস মম নবীন নীরদ বরণ শ্যাম,
রজত অচল মূরতি হর হরি হরি হরি হর হর হর।
শোভিছে চরণে তুলসি চন্দন, ত্রিপত্র সহিত জাহ্নবী জীবন
মদন মোহন, মদন দমন হরি হরি হরি হর হর হর।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভুবন মোহন, শ্রীঅঙ্গে শোভিছে পীত বসন,
শার্দ্দুল ছাল কটীর বসন, হরি হরি হরি হর হর হর।
ভুবন নাথ কদম্বের মূলে, কানন কুসুম মালা গলে দোলে,
শ্মশান ভবনে হাড় মালা গলে, হরি হরি হরি হর হর হর।
দাঁড়ায়ে চৌদিকে ব্রজের রমণি, বামে আদ্যাশক্তি রাধা বিনোদিনি,
ভুবন মোহিনি নগেন্দ্র নন্দিনি, হরি হরি হরি হর হর হর।
শ্রীরাধা রমণ, পার্ব্বতী প্রাণ, করেতে মুরলী ডম্বরু শোভন,
বৃন্দাবন চারী কৈলাস বিহারী, হরি হরি হরি হর হর হর।
যশোদা জীবন জন জনার্দন, যোগীশ্বর ভকত প্রাণ,
[illegible] বিভূতি ভূষণ, হরি হরি হরি হর হর হর।
কমল লোচন কমল নয়ন, কমলা পতি কৌস্তভ ধারণ,
গিরিজা পতি শোভে ত্রিনয়ন, হরি হরি হরি হর হর হর।
রাধা রাধা ব'লে বাজায় বাঁশরী, ভবের কাণ্ডারী গোলক বিহারি,

যাঁর গুণ গায় গাল বাদ্য করি, হরি হরি হরি হর হর হর ।
ভাব কলেবর অগুরু চন্দনে, চর্চ্চিত মণ্ডিত রতন ভূষণে,
ভুজঙ্গ ভূষিত বৃষভ বাহনে, হরি হরি হরি হর হর হর ।
রাধা নাম লেখা শিরে শিখি পাখা,
নয়ন চরণ বাহুদ্বয় বাঁকা, ত্রিপথ গামিনি তায় জটা ঢাকা,
হরি হরি হরি হর হর হর ।
দীন রাম বলে ভাই বন্ধুগিলে ও যোগল রূপে হওনা মগ্ন,
অভেদ জ্ঞানেতে হরি হর বল হরি হরি হরি হর হর হর ।

২৭ ভৈরবী একতালা ।

নিরবধি অপরাধি হতেছি ও চরণে দেখ দেখোত্তম ।
জগত সংসারে হেরিনা কাহারে মম সম নরাধম ।
অচিন্ত্য অব্যয় নিরাকার তুমি, কিক মোরে তব রূপ করি আমি,
হীন বুদ্ধিবলে শুন অন্তর্যামী, এখনও না ঘুচে বিদারুণ ভ্রম ।
তুমি মন ইন্দ্রিয়াদি অগোচর, বিশ্ব ব্যাপি তুমি জগত আধার,
ভ্রম বশে বৃথা তীর্থ করি সার, আত্ম জীব জ্ঞান হলোনা যে মম ।
ত্রিভুবনে যত আছে গুণ চয়, সে সব গুণের তুমিহে আশ্রয়,
সামান্য ভক্তিতে তুষিতে তোমারে বাসনা রামের প্রণতি অধম ।

২৮ ভৈরবী কাওয়ালী ।

তার ভব সাগরে কাতর কিঙ্করে, করুণাময়ি কুরু করুণা ।
আমি কাতর অতি, নাজানি নতি স্তুতি, পড়েছি ঘোর দায়, রাখ মা রাঙ্গা পায়,
পাইলে তব পায় যম ভয় রবনা ।
পড়িলে সঙ্কটে ডাকি মা অকপটে শুনেছি তুমি দীন জননি বটে,
ক'রোনা বঞ্চনা ওগো ত্রিনয়না, আর আশা প্রাণে সহেনা ।
আমি অতি দীন সহায় সম্পদ হীন, কলুষে পূরিত হতেছি দিন দিন,

কণ্ঠাগত প্রাণ [illegible] দিন, এখন ও কি দয়া হ'বনা।
হেরে কাল [illegible] করি, কেন্দে মরি কোথা এবে আছ মা শঙ্করী
আসি [illegible] দিয়াছি, আপন সন্তান কোলে ন'ও না।

২৯ ভৈরবী কাওয়ালী।

কোথা হে শিব শম্ভো কৈলাস পতে দয়ানিধে পার্বতী প্রাণ বল্লভ।
ডাকি কাতরে তোমারে বড় আশা করে, বঞ্চিত এবারে কোরোনা হে দেব
শৈশব কালেতে ছেলে খেলায় মত্ত ছিলাম,
পাপ কি পুণ্য বলিয়ে কিছুই যে না জানিলাম,
কিশোর কাল সোহাগে কাটাইলাম ভুলিলাম,
[illegible] পার্থিব ভাব ভুলায় বৈভব সব।
বিচিত্র কালের গতি যৌবন গরব ভরে,
[illegible] রসেতে মাতি ভুলিলাম পিতঃ তোমারে,
না ভাবিলাম [illegible] না জানিলাম "আমারে",
[illegible] না ভাবিলাম অভয় চরণ তব।
[illegible] কালেতে এসে কার কেশ হ'ল শ্বেত,
[illegible] সুখ আশে খাটিতেছি অবিরত,
[illegible] করিতেছি যাতায়াত,
অধম নিলাজ ব'লে ভাবিনা কভু সে সব।
দীন রাম বলে আমি অতি কুসন্তান তব,
বল প্রভু আরও কত বার এ ভবে আসিব, দুঃখের দমন কর হে ত্রিপুরান্তক।
মস্তকে অভয় পদ চাপিয়ে রাখ হে ভব।

৩০ ভৈরবী পোস্তা।

[illegible] থাকে ভব।
[illegible]
[illegible] পড়িয়ে থাকে, কাতর প্রাণে [illegible] ডাকে,

মা আমার অন্তরে থেকে, বিপদের বিপদ ঘটায়।
কুগ্রহ পীড়িত মরে, "তারা রক্ষা কর মোরে",
বলিলে তখনই, তারা [illegible] ঘটায়।
মায়ের চরণ কৃপায়, বিধির লিপি খণ্ডে যায়,
ছিল ক্ষত্রিয় যে বিশ্বামিত্র যাঁর কৃপায় ব্রহ্মত্ব পায়।
মায়ের কিঞ্চিৎ মহিমা জেনে, আশুতোষ হত জ্ঞানে,
শব হলে শবাসনার পায়ে গড়াগড়ি যায়।
রামের এ বাসনা মনে, যেন মা শেষের দিনে,
দেহ ছেড়ে প্রাণ বিহঙ্গ উড়ে বসে ঐ রাঙ্গা পায়।

১ ভৈরবী কাওয়ালী।

প্রেম ধন বিতরণ কিঞ্চিৎ কর আমারে।
তব প্রেমে মজে যেন ভ্রমি নাথ এসংসারে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ, কোথা হে জগৎ প্রাণ,
আসিয়ে রাখ হে প্রাণ, তব প্রেম সুধা পিপাসিরে।
দুঃখে পূরিত আমি, তার হে ভুবন স্বামী, দীননাথ অন্তর্যামী, কর কৃপা অনাথেরে।
দয়াল নাম তোমার, জেনেছি হে বার বার,
সেনাম গুণ এবার, (প্রভু) জানিবে রাম ব্যবহারে।

২ ভৈরবী একতালা।

এই বেলা মোর দেখরে [illegible] নয়ন ভরিয়ে মায়ের চরণ,
রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা জবা কি শোভেছে দেখরে হয় অচেতন।
চরণ গুণেতে শশাঙ্ক শেখর, ত্রিলোক হইয়ে সদা দিগম্বর,
যোগীশ্বর অজর অমর, হৃদয়ে চরণ করেছে ধারণ।
মরিকি প্রভাত অরুণ বরণ, পদতল মায়ের শোভিছে কেমন,
তাহে নখ [illegible] শশাঙ্ক কিরণ, [illegible] মোহিছে এ তিন ভুবন।
দীন রাম বলে করি নিবেদন, ও চরণ [illegible] রাখ মন সদা,
চরণের জোরে রবিসুত জোরে, নিরখি করিবে দূরে পলায়ন।

৩৫ ভৈরবী একতালা।

ধরম রক্ষতি ধাম্মিকম্।

সুন্দর কাহিনি গুরুমুখে শুনি প্রকাশে বেদাদি আগম নিগম।
দুর্লভ জনম পাইয়ে যে নরে সাদরে না করে ধরম করম,
বৃথা সে জীবনে কিবা প্রয়োজন ধরাধামে সেই অতি নরাধম।
সর্ব্বজীবে রাখ দয়া সমভাবে যতনে করহ ইন্দ্রিয় সংযম,
সর্ব্ব সুখি হবে, অভাব না রবে অরাতী হইবে চির প্রিয়তম।
ঘোর সুদর্শন ফিরে তীক্ষ্ণ ধারে শিরের উপরে অতি যে বিষম,
সদা-নত শিরে রহ জোড় করে ত্যজ অহঙ্কার বৃথা তব ভ্রম।
গরল ত্যজিয়ে সরল অন্তরে বিমল প্রেমেতে হইয়ে মগন,
যন্ত্রযোগে সদা হরিগুণ গানে খাটেনা কখন শমন বিক্রম।
দীন রাম বলে ভাব মন তাঁরে যে তারে দুস্তারে সেই দেবোত্তম,
জলন্ত জ্যোতীতে বিহরে হৃদয়ে কোটী সূর্য্য বিনি রূপ অনুপম।

৩৬ ভৈরবী কাওয়ালি।

(এই গানটি হরের স্তব কিন্তু প্রতি পংক্তিতে হরহরি শব্দ প্রয়োগ আছে।)
বিহর হৃদয়ে হর হরি হৃদি যাতনা।
অহরহ রিপু সবে করিছে কুমন্ত্রনা।
অষ্ট প্রহর হরিতেছে কাল মম প্রাণ, ভাবিয়ে ত্রিপুর-হর হরিল যে মম জ্ঞান,
হে হর হরি কেমনে মায়ায় দাও সন্ধান,
কেমনে বা হর হরিবে হে দুর্জ্জয় বাসনা।
তোমার নাম জপিয়ে হর হরি নিশি দিন,
হের হর হরি রূপে মোহ গ্রাসে দিন দিন,
ভবভয় হর হরি রামের সে দুর্দ্দিন,
অভেদে যেন হে হর হরি করি ভাবনা।

৩৭ ভৈরবী একতালা।

(এই গানটি হরির স্তব কিন্তু প্রতি পংক্তিতে হরিহর শব্দ প্রয়োগ আছে।
দীন দয়াল নাম যেঁ তোমার ওহে হরি হর মম ভব ভয়।
যেন প্রেমেতে সিহরি উঠিহে শ্রীহরি হর কৃপা করি কলুষ নিচয়।
হৃদয় মন্দিরে কমল আসনে বসিয়ে শ্রীহরি হর তাপত্রয়,
প্রীতির কুসুম আহরি হরষে পুজিব তোমার রাঙ্গা পদদ্বয়।
বিষয় বাসনা দিতেছে যাতনা, আসিয়ে শ্রীহরি হর সমুদয়,
সম্মুখে বিহরি মূর হর হরি হর কাম ক্রোধ আদি রিপুচয়।
বঙ্কিম চরণে নৃত্য কর হরি হর হে মায়ায় ওহে মায়ামময়,
ক্ষুদ্র জীব আমি শুনহে শ্রীহরি হর অপরাধ দাও পদাশ্রয়।
রামের হৃদয়ে শেষের সে দিনে হরি হরষিতে হইও উদয়,
যেন শমন প্রহরি হর হর ধর করিয়ে না আসে সদা দূরে রয়।

৩৮ ভৈরবী একতালা।

(তব) সেই রূপ দিবানিশি ভালবাসি নিরখিতে হৃদে আমি গো জন
যে রূপে ভুলালি সেই ভোলানাথে বক্ষে দিয়ে রাঙ্গা চরণ দুখানি
সেই অট্টহাসি করে লয়ে অসি, বিবসনা ত্রিনয়না এলোকেশী,
নরশির গলে দোলে রাশি রাশি, বেষ্টিত চৌদিকে ডাকিনি যোগি
যেরূপে বধিলি শুম্ভ নিশুম্ভেরে, অভয় করিলি অমর নিকরে,
গভীর হুঙ্কারে যেরূপ সমরে, নাচিয়ে অধরা করিলি ধরণি।
যে রূপে কালের ভয় নিবারিলি, ত্রিভুবনে কালীনাম বলাইলি,
যে নামে রামের কঠিন হৃদয় গলাইলি মাগো শিব-সোহাগিনি।

৩৯ ভৈরবী একতালা।

ত্বরিত তরাতে তনয়ে তোমার তুমিইগো তারা তারিণি।
তাই অবিরত ভাবি তব পদ তুমি যে বিপদ নাশিনি।
দক্ষিণ চরণে রক্ত মাখাইয়ে, মৃত্যুঞ্জয় বক্ষে আছ দাড়াইয়ে,
সেরূপ হেরিয়ে দক্ষিণের (শমনের) ভয়ে তিলেক হৃদয়ে ভয় নাহি গণি

বিকট বদনা এলায়িত কেশ, করে অসি তব চরণে মহেশ,
কে বলে মা তোর ভয়ঙ্করা বেশ, আমিত নিরখি ভুবন মোহিনি।
কাননে যখন ক্রোধিতা বাঘিনি, গভীর গর্জ্জনে কাঁপায় ধরণি,
সম্মুখে যে আসে, তাহারে বিনাশে, কি সাধ্য নিকটে যায় কোন প্রাণী ;
বাঘিনি শাবক সেরূপ হেরিয়ে, কভু কি শঙ্কিত হয় তার ভয়ে,
দীনরাম তাই সতত নির্ভয়ে, নেহারে হৃদয়ে মায়ের রূপ তেমনি।

৪০ ভৈরবী একতালা।

সকালে সকালে বল কালী কালী আজি কালি কভু করোনা।
কালী কল্পতরু মূলে ভক্তিবারি ঢালনা।
ব্রহ্মচারি ব্রতী মৌনী তরুমূলে, কেহ আঁখি মুদে কেহ বাহু তুলে,
প্রণব সহিত কালী কালী ব'লে, সেরূপ নিয়ত করয়ে ভাবনা।
শশাঙ্ক শেখর সেই বৃক্ষ মূলে, সেরূপ ভাবিয়ে পড়েছেন ঢলে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি অমর সকলে, তরুমূলে বসি করে যে সাধনা।
রাম বলে মন সে পাদপ মূলে, বসি ফল আশে ডাক মা মা বলে,
চারি শাখা তরুর শোভে চারি ফলে, পাইবি সে ফল পুরিবে কামনা।

৪১ ভৈরবী দ্রুত একতালা।

জয় জয় জগবন্দিনি।

দেবী দুঃখ হারিণি তারিণি মহেশ হৃদয় বাসিনি।
সুরাসুর নর সবার পূজিতা আগম নিগম সৃজন কারিণি,
খগেন্দ্র মহেন্দ্র উপেন্দ্রাদি আছে চরণে পড়িয়ে দিবস রজনি।
নীল বরণি নগেন্দ্র নন্দিনি নগ্ন বাসা ঘোর নিনাদিনি,
সুখদা মোক্ষদা জ্ঞানদা বরদা তুমি গো অন্নদা জয় নারায়নি।
জগৎধাত্রী জগৎকর্ত্রী জগজ্জন মনমোহিনি,
মহাকালী মহামায়া জয় জয় মহিষা সুর মর্দ্দিনি।
ভৈরবী ভবানি ভূভার হারিণি আদ্যাশক্তি শিবে সবার জননী,
মা মা বলে তোমার ডাকিলে কোলে লও তুলে তুমি গো তখনি।

বলিতে তোমার মহিমা অপার সাধ্য কার তিন ভুবনে ভবানি,
মা মা বলে তোমার চরণে পড়ে সবে তাই মা বলিয়ে জানি।
গুরুমুখে শুনি তুমি গো ভবানি ভুবন ভিতরে দীনতারিণি,
দীন রাম জপে কালী কালী কালী তার তার তার পতিতোদ্ধারিণি।

৪২ ভৈরবী—ঠুংরি।

ভজ গোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধে গোবিন্দ মম মন।
গোলক বিহারি পরমাত্মা নারায়ণ।
ত্রিলোকে দুর্লভ সেই নাম অমূল্য রতন,
যোগীশ্বর যে নাম জপিছে মুদি ত্রিনয়ন,
কমলা ভক্তি ভাণ্ডারে যতনে সঞ্চিত ধন,
যে নামে পাগল নারদাদি শুক সনাতন।
গ্রহণ সময়ে বারাণসি ধামে করি স্নান,
বশিষ্ঠ সমান বিপ্রে করে যে গো কোটী দান,
তাহার অধিক পুণ্য অনাসে লভে সেজন,
বারেক গোবিন্দ নাম করে যেবা উচ্চারণ।
মাঘে প্রয়াগে নরে যদি হয় কল্পবাসি,
সুমেরু প্রমাণ ধন করে দান রাশি রাশি,
অতিথিরে ইষ্টদেব সম পূজে অহর্নিশি,
তথাপি হইতে নারে গোবিন্দ ভক্ত সমান।
দীন রাম বলে মন জপরে গোবিন্দ নাম.
যে নাম জপিয়ে ধ্রুব পাইল সেই ধ্রুবধাম,
অপার সাগরে সেই ভেলা সম সুধানাম,
আনন্দ হৃদয়ে সদা কর শ্রবণ কীর্তন।

৪৩ ভৈরবী—কাওয়ালী।

তাই ডাকি মা মা বলে।
মা যে আমার সর্ব্বময়ি আমি মায়ের ছেলে।
প্রভাতে উঠিয়ে যখন ডাকি মা মা ব'লে,
মা আসি তখনি মোহের আবরণ দেন তুলে।

ঘুমে যবে অচেতনে থাকি নিশাকালে,
স্বপ্নযোগে হেরি যেন মা লয়েছেন কোলে।
গর্ব্ভবাসে ছিলাম যবে পড়ি নাই ভূতলে,
আমার খাবার তরে হৃদয়ে ক্ষীর রেখেছিলেন তুলে।
মায়ের কৃপায় মরু মাঝে সুশীতল জল মিলে,
মা যে সবার মা হন স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।
রাম বলে অন্তপান্তে থাক্‌বো মায়ের কোলে,
বুঝবো কালে কেমনে লয় মায়ের কোলের ছেলে।

১৪ ভৈরবী—কাওয়ালী

বারেক চাহিয়ে দেখ মা, তোমা বিহনে প্রাণ,
শোক তাপিত অতি, ঝরিছে নয়ন নীর, অবিরত দর দর ধারে।
কোমল প্রাণ যে তব জননি দুঃখ হারিণি,
তুমি যে সহিতে নার সন্তান ক্রন্দন ধ্বনি,
তোমারে হারায়ে ভবে, আঁধার নিরখি এবে,
মা বিনা বল মা প্রাণ ধরিব কেমন কোরে।
দুর্ল্লভ জনম যেন বিফলে যায়না গো মা,
আসিয়ে কর মা মম সফল কামনা শ্যামা,
ধন রত্ন নাহি চাই, যেন চরণ দুটি ভিক্ষা পাই,
কোরোনা দীন এ রামে বঞ্চিত বারে বারে।

১৫ ভৈরবী—পোস্তা।

থেকে থেকে জননি তুই কোথা যাস্ আবার।
তুই যে কাছে না থাকিলে আমার এ প্রাণ রাখা ভার।
যে মেয়ের নাই পিতা মাতা, নাইক যার বন্ধু ভ্রাতা,
জগৎ মাতা যে তাঁর, ছেলে বিনা কে আছে আবার।
অন্ধ ছেলের পথে ফেলে, কেমনে থাকিস্ মা ভুলে,
হাতাড়ে খুজিতে গেলে পথ ভুলে যাই বারে বার।

যথায় নে যাস সেইখানেই যাই তুই বিনা যে আর গতি নাই,
তোরই আশে রেখেছি প্রাণ করেছি তোর চরণ সার।
ছেলের চোকে দেখ্‌লে জল, মা ব'লে কি হয়েছে বল,
নূতন মা হয়েছ নাকি তাইতে নূতন ব্যবহার।
দীন রাম বলে তারা, ফুটয়ে দে মোর নয়ন তারা,
আমি দেখ্‌তে পেলে ধর্‌ব তোরে বিপথে যাবনা আর।

৪৬ ভৈরবী—একতালা।

মোহ বশে নরে ভুবন মাঝারে হয় যে নিয়ত বিচলিত মন।
সদা অহংজ্ঞানে, স্বপনেও মনে ভাবেনা আপন অদৃষ্ট লিখন।
ভাগ্যচক্র অহর্নিশি যে ভ্রমিছে, সুখ শোক তাহে আসিছে যাইছে
বরষায় চন্দ্রমা মেঘাবৃত রহে, শরতে পুন ত রহেনা তেমন।
সুজন যেজন কথন আপন, কর্ম্মফল ভোগে নহে ক্ষুব্ধ মন,
মুখে কেবল বলে হা ভগবন! অবিচারে মোরে করিছ পীড়ন;
পতিতপাবনি বিশ্বপ্রসবিনি, যেজন ধরেছেন নাম নিস্তারিণি,
তাঁহারে যে বলে নিদয়া জননী, ধরা মাঝে সেই অতি অভাজন।
দীন রাম বলে শুন ওরে মন, যতনে সতত হও সাবধান,
স্মরিয়ে মায়ের যুগল চরণ, সকল করম কর সমর্পণ।

৪৭ ভৈরবী—কাওয়ালী।

হৃদিরত্নাগার মাঝে ভেবে দেখ মন আছে সকল তীর্থ ধাম।
সর্ব্বতীর্থ সার আত্মতীর্থ মহাপুণ্য ধাম।
হইলে সে তীর্থ বাসি, ঘরে বসি অহর্নিশি
হেরিবে আনন্দে গয়া গঙ্গা বারানসি ধাম।
জননি ভুবনেশ্বরী, সেই তীর্থের অধিশ্বরী,
আছেন বিরাজ করি পুরাইতে মনস্কাম।
দীন রাম বলে মন, ক'রোনা আর অন্তমন,
আত্ম তীর্থে বসি আত্ম চিন্তা কর অবিরাম।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

৮

এবে প্রাণ যে যায়, তাই প্রাণ তোমায় চায়,
বারেক আসিয়ে দেখা দে গো দিগ্বসনা।
অগস্ত্য যাত্রা করিব তাই তোরে ডাকি শ্যামা,
আসিয়ে প্রসন্না হ'য়ে পদধূলি শিরে দেমা,
তোমা না হেরিয়ে, কভু যাইব না,
আর পারিনা পারিনা মাগো করিতে আনাগোনা।
দেহ মন প্রাণ যা দিয়াছ মা লও ফিরায়ে,
তোমার দত্ত ধন লইয়ে রাখ তুলিয়ে, পরবাসে, সদা পরবশে,
আর লাগেনা লাগেনা ভাল মিটেছে মম বাসনা।
কত শত মন্দ বাক্য বলেছি তোরে জননি,
নিজগুণে আসি আজি ক্ষম তারা ত্রিনয়নি,
কভু মা কি রোষে, গালি দিলে যে হাসে,
এসে বদন চুমিয়ে পুন শুনিতে করে বাসনা।
মহা শত্রুপুরী মাঝে আর না র'ব শঙ্করী,
তাই মনদুঃখে তোরে ডাকি মা ভুবনেশ্বরী,
আনন্দ ধামে, তব দীন রামে,
এবার রেখগো করুণাময়ি আসিতে আর দিওনা।

ভৈরবী—একতালা।

৯

অসার সংসারে বৃথা মত্ত হয়ে ভুল'না ভুল'না ভুল'না,
ত্যজিয়ে বাসনা শবাসনা পদে মজনারে মন মজনা।
বিষয়ে আসক্ত হইয়ে দারুণ বিষের সাগরে ডু'বনা,
অনিত্য সুখেতে ভুলিয়ে মনের আগুন তুল'না তুল'না।
নিত্যধন ত্যজি অনিত্যের আশে দ্বারে দ্বারে কভু যেওনা,
আশা বায়ুগ্রস্ত হ'য়ে মন কথা খুল'না খুল'না খুল'না।
দীন রাম বলে একাকী দশেরে তুষিতে যতন করনা,
একমনে বসি সেই কালি নাম জপনা জপনা জপনা।

৫০ ভৈরবী—একতালা।

সুধার আধার মা নাম তোমার কেবল মম সম্বল।
যে সুধা পরশে হয় মা নিশ্চয় সংসার অনল শীতল।
পথিক জনের পথের সম্বল, তৃষ্ণায় যে নাম সুশীতল জল,
অনাথ জনের দৈব বুদ্ধিবল, যে নামে মিলায় চতুর্ব্বর্গ ফল।
বাসনা জঞ্জালে বহ্নি সেই নাম, জনম মরণ ঘুচায় ও নাম,
নাম জপে পরিণামে মোক্ষধাম, অবহেলে মিলে, হয় না বিফ
দীন রাম বলে আনন্দহৃদয়ে, ভকতি ভরিয়ে নাম সুধা লয়ে,
বিলাইব আর পিব গো বসিয়ে, করিব জীবন সফল।

৫১ ভৈরবী—কাওয়ালি।

জয় কালী কালা কাল বারণ।
জয় কপাল মালিনী কালী, জয় জয় বনমালি, দুরন্ত কৃতান্তভয় বার
ভবানী ভবভাবিনী, ভুলাসে ব্রজ গোপিনী, দীন তারিণী দীন তা
অভয় চরণে কিবা শোভিতেছে রাঙ্গা জবা নূপুর তুলসী চন্দন।
ভগবতী যদুপতি, চরণে ভবাণীপতি, গোকুলে গোধন কর চারণ,
উলাঙ্গিনী অসিধরা, হুঙ্কারে কাঁপাও ধরা, মদনমোহন পীতবসন।
তুমি শ্যাম, তুমি শ্যামা, তুমি হর মনোরমা, কমলা-কমলাপতি নারা
তুমি গো জগতমাতা, তুমিই বিশ্ব বিধাতা, তুমি রাধা, তুমি রাধা
এলোকেশী কালশশী, কভু অসি কভু বাঁশি, ইচ্ছায় কর যে করে ধ
তুমি ভবের বাঞ্ছিত ধন, ভবাণী ভবতারণ, ঘোর ভব সাগর তার
ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছাময়, দাও রামে পদাশ্রয়, নিলাম অভয় পদে শরণ
যত দিন রবে প্রাণ, দাও গো অভেদ জ্ঞান, আনন্দে করিব তব গু

৫২ ভৈরবী—একতালা।

পতিতে তারিতে জগতে তোমার নাম যে দুঃখহারিণী,
তুমি যে জননী দুঃখহরা ভবে সবার দুর্গতিনাশিনী।
ঋদ্ধি সিদ্ধিদাতা গনেশ জননী, তুমি যে গো আশুতোষ সোহা
কঠিন হৃদয় তোমার ত নয়, তবে কেন ডেকে পাইনা জননী।

তব দুর্গানামে দুঃখ যায় বলে, নিশিদিন ডাকি দুর্গা দুর্গা ব'লে,
অদৃষ্টের ফলে তুমিও ভুলিলে, নিস্তারিণী হয়ে হইলে পাষাণী।
দয়াময়ী হয়ে নিদয়া হইলে, পিতার স্বধর্ম্ম ভুলিতে নারিলে,
দুর্গানামে তব কলঙ্ক রাখিলে, তাই দুঃখে ভাসি দিন যামিনী।
দীন রাম বলে চরণেতে ধরি, পিত্রালয়ে আর যেওনা শঙ্করী,
পিতার প্রকৃতি ভুলে সিদ্ধেশ্বরী, মায়ের স্বভাব ভাব গো ভবানী।

৩ ভৈরবী—দ্রুত একতালা।

তব শমন বারিণী রূপ নিরখি মিটিল যে মম বাসনা।
দিক্‌বসনা শবাসনা শ্যামা, করাল বদনা লোল রসনা,
তোমার স্বরূপ যে হেরে হয় না তাহার গর্ভবাস যাতনা।
তনয়ে তারিতে বিকট নয়নে, দেখাও ভ্রূকুটী নিঠুর শমনে,
জয় মা তার মা যে বলে বদনে, কোলে লও তারে তুমি ত্রিনয়না।
এ পূণ্য ভারতধামে কালীঘাটে, কলির কলুষ নাশিতে সঙ্কটে!
কল্পতরু হয়ে আছ অকপটে, ঢালিছ অপার করুণা;
পুণ্যক্ষয়ে আসি দেব দেবীগণ, ভারতে করয় জনম গ্রহণ,
তব পাসে আসি পূজে শ্রীচরণ, (করে) সফল মনের কামনা।
হরষে সকলে কালী কালী কালী, বলিয়ে নাচিয়ে দেয় করতালি,
মোক্ষদায়িনী তুমি মুণ্ডমালী, মা কালি করাল বদনা;
জনম জনম পুঞ্জ পুণ্য ফলে, দীন রামে রাঙ্গাচরণ দেখালে,
তাপিতে তুমি মা তুষিলে নাশিলে, দারুণ ভবের ভাবনা।

৪ ভৈরবী—একতালা।

মহাকাল শক্তি তুমি মহাকালী কাল রঙ্গিনী রূপিণী।
যোগমায়া জগদ্ধাত্রী নারায়ণী অনন্ত শয্যাশায়িনী।
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি দিবারাত্রি, সর্ব্বার্থ সাধিকে তুমি পুরাতনী,
জগৎ আধার যোগনিদ্রা জয় অনন্ত দেব সঙ্গিনী।
তুমি গো অপরাজিতা অযোনিজা, প্রাণীগণপঞ্চপ্রাণরূপিণী,
অভয়া অক্ষরা নির্ব্বিকারা তুমি অচলা অচিন্ত্যরূপিণী।

শ্বেত রকত আঁধার ত্রিবর্ণা শকতি তুমি মা ত্রিগুণ ধারিণী,
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিদায়িনী একাধারে শিব শকতি রূপিণী।
পরমাপ্রকৃতি বেদশ্রুতি স্মৃতি সৃজন পালন সংহার কারিণী,
বিজ্ঞান দায়িনী তুমি বিনাপাণী বিশ্বেশ্বরী বিরাটরূপিণী।
সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বময়ী তুমি সুখদা মোক্ষদা সর্ব্বাণী,
দুর্গ বিনাশিনি জয় দুর্গে দীন রামের দুর্গতি নাশিনী।

৫৫ ভৈরবী—দ্রুত একতালা।

অভয় চরণে নিলাম শরণ; হে জগদেক দেব মুরারে,
তার তার নাথ তার দুস্তারে,
অকুল পাথার হেরিয়ে আকুল হইয়ে ডাকিছে শ্রীমধুসূদন।
ধন জন পরিজন বন্ধুত্ব, দানত্ব প্রভুত্ব সকলই অনিত্য,
সম্পদ কেবল ঘটায় বিপদ, ঐহিকের সুখ অতি দুঃখপ্রদ,
তুমিই নিত্য সুখদাতা নিরঞ্জন।
জানিনা কখন হইব অবোল, দিয়াছি কেবল গোলে হরিবোল,
হরি হে তোমার ভরসা কেবল, করহে নির্ম্মূল এ বেদের টোল,
ওহে ভক্ত মন বাঞ্ছা পূরণ।
তুমি তমান্তক, হরি ভবান্তক, দীননাথ তুমি অন্তক-অন্তক,
ডাকিছে আজি হে তোমার সেবক এ দীন রামের উপাধি অন্তক
হও হে এবারে হরে নারায়ণ।

৫৬ ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আকুল হৃদে ডাকি সারদে, বরদা ভব বরদায়িনী,
নাশ মম হৃদয় তম, তম নাশিনী নারায়ণী।
(তব) শ্বেত বরণ হেরিয়ে হরি মোহের আবরণ জননী।
তব চরণ প্রসাদে সবে প্রকাশে হৃদিভাব ভবানী,
তাই ডাকি বীণাপাণি মহাবাগবাদিনী,
ওমা নিন্দিত শারদশশী বদনা সুহাসিনী!
আজি বসিয়ে মম রসনাগারে প্রকাশ নিজ মহিমা বাণী।

দেহি পরম নাদ তত্ত্ব ওগো ভগবতী,
এক বিংশতি মুর্চ্ছনা আর দ্বাবিংশতি শ্রুতি,
প্রকৃত বিকৃত স্বর দেহি কণ্ঠে সরস্বতী,
দ্বিবিধ সঙ্গীতে অধম রামে কর মা জ্ঞানী।

৭ ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

হে কালবারণ, কালবরণ জনম মরণ নিবারণ,
এবারে না হও নিদয় ধরিহে দুটি রাঙ্গাচরণ,
(তব) মোহন রূপ ভাবিয়ে হরি হরিহে মোহের আবরণ,
তব শরণাগত হইলে রিপু সকলে লয় শরণ।
তোমার ও পদ নাশে বিপদ, বিপদহারী মধুসূদন,
তোমারিই নামাঙ্কুশে কেবল মনবারণ মানে বারণ।
হরি হরি বলিয়ে করি হৃদয় শোক সম্বরণ,
বলিতে নারি কি আছে হরি তব নামে হে নীলবরণ।
দীন রামের অন্তরে বিহর হরি অনুক্ষণ,
তুমি কল্পতরু বিহনে মরু সম এ হৃদি কানন।

৮ ভৈরবী—একতালা।

হও মম নয়ন পথগামী।
ওহে অন্ধের নয়ন জগবন্ধু হও মম নয়ন পথগামী।
এসেছি আশায় দেখিতে তোমায় জগন্নাথ স্বামী।
তোমারে হেরিতে আশার সাগরে, ডুবেছি বল হে কে আর উদ্ধারে,
উঠিতে নারিহে হরিহে ধরহে ক'রোনা যেন হে মোরে অধোগামী।
আমি হে ভুবনে সবার অধম, হীন বিহীন ধরম করম,
তুমি দয়াময় পুরুষ উত্তম, ভবের কাণ্ডারী ত্রিভুবনস্বামী।
অযুতবদনা হইলে বাগবাণী, তব মহিমা বলিতে নারে গুণমণি,
পরম সুন্দর ওহে সর্ব্বেশ্বর, যোগীশ্বর হৃদি চিন্তামণি তুমি;
তোমায় পবিত্র পুরীর ভিতরে, ভেদাভেদ কভু নাই পরস্পরে,
চণ্ডাল উচ্ছিষ্ট বিপ্রেতে সাদরে, আহারে না হয় সে নিরয়গামী।

পতিতপাবন ভুবনমোহন বারেক দেখাও অভয় চরণ,
প্রাণমন আজি জনম মতন, ও পদে অর্পণ করিব যে আমি ;
এনেছি মুরারী আজি শিরে করি, তব পদোদ্ভূতা পবিত্রা যে বারি,
ঢালিয়ে সে বারি তব পদে হরি, হইব যে মনমত ফলকামী।
নাশিতে এ পঞ্চ ভূতাত্মক পুরি, গোলকের পুরি, ত্যজিয়ে শ্রীহরি,
বঙ্গ সিন্ধুতীরে করিলে হে পুরি, দয়াসিন্ধু ওহে গোলকের স্বামী,
তব সুধানাম করিয়ে সম্বল, হেরিতে এসেছি ও পদকমল,
মনোরথ যেন ক'রোনা বিফল, এ দীন রামের ওহে অন্তর্যামী।

৫৯ ভৈরবী—কাওয়ালি।

এস সবে মিলে যাই ভবপারে।
হরি কাণ্ডারি হইয়ে পদ তরণী সাজায়ে, আছেন দাঁড়ায়ে ভবসাগর তীরে
বড়ই সরল সেজন কভু জানেনা ছল চাতুরী,
স্বভক্ত চিত্ত রঞ্জন দুষ্টজনের দর্পহারী,
সেজন ভক্ত তরে দণ্ডধারীর দর্প চূর্ণ করে !
"হরিহে পার কর" ব'লে প্রেমে যেজন ডাকে তাঁরে,
দীনবন্ধু তাঁরে লয়ে যান ভবসিন্ধু পারে,
সেজন প্রেমের ভিখারী, প্রেমে প্রেমিকে পার করে।
নাহিক জাতির বিচার কি পণাপণ ভবপারে যাবার তরে,
হরিনাম স্মরণে হরির কৃপায় সবাই পারে যেতে পারে,
দীন রাম বলে সকলে মিলে বল হরে ! হরে !

৬০ ভৈরবী—একতালা।

আয় মা শ্মশানবাসিনী।
ওমা নিস্তারিণী অশিব নাশিনী শিবানী শিব সোহাগিনী।
পবিত্র পুরী সে তোমার শ্মশান, গঙ্গাধর যার করে গুণগান,
ধনী ধনহীন, মুর্খ জ্ঞানবান, সমভাবে স্থান পায় গো ভবানী।
পর কি আপন সমানে সবারে, হৃদে যেন স্থান দিই মা এবারে,
হৃদয় শ্মশান করিয়ে তোমারে, হেরিব হৃদয়ে জননী।
দীন রামে জ্ঞান দাও হররমা, আশায় বঞ্চিত ক'রনা মা শ্যামা,
ভেদজ্ঞান নাশি স্বগুণে প্রকাশি তার মা অধম তারিণী।

৬১ ভৈরবী—দ্রুত একতালা।

দেহি দেবী দরশন।
দুঃখ দিওনা দীনে, দীন দয়াময়ী দনুজদলনী দেবদেব হৃদয় ধন।
দীনতারিণী মম দিন আগত দেখি,
দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি,
জানিনা জননী আর কতদিন আছে বাকি,
দিনে দিনে আসি কর দীনের দুঃখ মোচন।
জানি গো তব চরণ অপারের সুখ তরী,
কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাশরি,
তাই মা তোমার তরে আকুল প্রাণে নেহারি,
লুকায়ে থেকনা কর দ্রুতপদে আগমন।
সভয়ে ডাকি অভয়ে! কর মা অভয় দান,
ভবভয় হ'তে দীন রামে কর পরিত্রাণ,
তুমি বিনা শিবে কে করিবে দুঃখ অবসান,
কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা নহে কখন।

৬২ ভৈরবী—কাওয়ালি।

দিন যে যায় ওহে দীন দয়াময় আর কবে করিবে হে মম বাসনা পূরণ।
তৃষিত চাতক প্রায় আছি হে তব আশায়,
নাহি যে সময় পঞ্চে পঞ্চ এবে যে মিশায়,
পিতা বিনা মর্ম্মদুঃখ জানাইব আর কায়,
ত্বরায় আসিয়ে কর সন্তান দুঃখ মোচন।
জানিনা কি ব'লে তোমায় ডাকিতে হয় শ্রীহরি,
আমি যে না জানি তোমায় পূজিতে ওহে মুরারী,
ওহে নারায়ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী,
নিজ গুণে মম শিরে করহে চরণ অর্পণ;
দীন রাম বলে তবে মানস কুসুম তুলি,
তোমার চরণ ধ্যানে নিজ শিরে দিব তুলি,

হওহে সদয় করি কৃতাঞ্জলি বনমালী,
নাশ হে আসিয়ে আজি অধম মন বেদন।

৬৩ ভৈরব —একতালা।

সুখের আশায় এ ঘোর সংসারে ভ্রমিওনা বৃথা অকারণ।
রাজা প্রজা ধনী ধন হীন কারও নাহিরে হেথায় সুখ সম্ভাবন।
বিষয়ির সদা রোগের ভয়, সৎকুলে সতত কলঙ্কের ভয়,
ধন পতি সদা সশঙ্কিত হয়, তস্করের ভয়ে অনুক্ষণ।
সুন্দরী নারীর যৌবন বিষম, পাছে অধর্ম্মেতে হয় মতিভ্রম,
শাস্ত্র বেত্তা পাসে বাদী যেন যম, খলে নেহারিলে ভীত গুণিগণ।
আপন শরীর দুর্লভ জানিয়ে, রেখেছ যাহারে যতন করিয়ে,
সেও সদা ভীত শমনে স্মরিয়ে. ভাবিয়ে আপন নিশ্চয় পতন।
দীনরাম বলে শুন মম মন, হবেনা শঙ্কিত থাকিতে জীবন,
চির সুখী হবে, অরাতী না রবে, (কর) বৈরাগ্য অবলম্বন।

৬৪ ভৈরবী—একতালা।

সুখে উল্লাসিত দুঃখে বিচলিত হইওনা কখন রে অবোধ মন।
দুঃখ সুখ সম ভাবে ভাব ভবে সকলই জানিবে অদৃষ্ট লিখন।
অমৃত কারণে সাগর মন্থন, করেছিল যবে যত দেবগণ,
আপন আপন ভালের লিখন, ভুঞ্জিল সকলে ভেবে দেখ মন।
হর হরি দোঁহে তুল্য ত্রিভুবনে, তথাপি আপন অদৃষ্টের গুণে,
হরি লভিলেন কমলা রতনে, হর করিলেন গরল ভক্ষণ!
বিনতা হইল দাসীত্বে মোচন, দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা যত সর্পগণ,
অনন্ত নাগের হইল পীড়ন, সুরারী সকলে বিষাদে মগন।
দীনরাম বলে ভাবিয়ে কি হবে. যা হবার তাই নিশ্চয় হইবে,
ক্রিয়মান কর্ম্মে সাবধান হবে, ভাবীর ভাবনা রহিবে না মন।

৬৫ ভৈরবী—একতালা।

অমর নিকরে সদা যোড়করে পূজা করে যাঁরে অনুক্ষণ।
সেই নির্ব্বিকার সর্ব্ব গুণাকরে ভুলনা অবোধ মন।

কি ভয় ভুবনে ভুবন মোহনে, শয়নে স্বপনে ভাবে যে জন,
অনল তুষার সম ভাব তার, সর্ব্ব দেবতার প্রিয় সে জন।
হীম শিখর গুহার ভিতরে, বাস করে সদা সুখে যেই জন,
দিন কর-করে সেকি ভয় করে, ঘোর নিদাঘ ধরায় যখন।
কি ভয় শমনে শমন বারণে, পতিত্বে বরণ করেছে যে জন,
শঙ্কর স্ব অঙ্গে শোভিত উরগ, গরুড়ে শঙ্কিত হয়না কখন।
মণির নিকটে হীনপ্রভ হয় যেমন হীরক রজত কাঞ্চন,
কুচিন্তা রামের রহেনা তেমন চিন্তিলে সে চিন্তামণির চরণ।

৬৬ ভৈরবী—কাওয়ালি।

হর দীন দুঃখ হর রাণী।
দীন দয়াময়ি দিন যে আগত মম, বল আর কবে শিবে ঘুচাবে ভবের ভ্রম,
মিটাবে মম বাসনা, নাশিবে মম বেদনা, দেখাবে সে চরণ দুখানি।
দীন তারিনি ! কবে দানব দলনি বেশে,
আসিয়ে তাপিত সুতে তুষিবে মধুর ভাষে,
পশিয়ে মম আবাসে, আর কবে নাশিবে সে,
চির রিপু ছজনারে জননি।
আর কবে বর্ণমালা দিব মা তোমার গলে,
কবে পূজিব ও পদ জবা গঙ্গা বিল্বদলে,
প্রেমাশ্রে ভাসায়ে ধরা লুটায়ে পদ কমলে,
(কবে) কেঁদে কৃত অপরাধ জানাব জননি।
কবে শুনিব শ্রবণে ও মুখে মাভৈ বাণি,
চৈতন্য হইবে কবে ওমা চৈতন্য রূপিণি,
দীনরামে আর কবে কোলে লয়ে নিস্তারিণি,
ছাড়াবে মায়ের কোল শমনবারিনি।

৬৭ ভৈরবী—কাওয়ালি।

(এবার) এ ভব দুস্তার।
তারা তারা তারা ব'লে সুখে হব পার।

তারা নাম অঙ্গে লিখিয়ে, তারা হার গলে পরিয়ে,
তারা পদ ধরি হৃদয়ে করিব সংসার।
তারা নাম গাইবার তরে মিলায়েছি প্রেম ভরে,
তারার রচিত মম মধুর তেতার।
তারা নামাবলি ল'য়ে, অঙ্গেতে দিব উড়ায়ে,
হেরিয়ে সভয়ে শমন আসিবেনা আর।
আগমে শুনেছি উক্তি, তারা নামে আছে মুক্তি,
দীনরাম তারা নাম ভুলিবেনা আর।

৬৮ ভৈরবী—একতালা।

কাজ কি যোগ যাগে।
আনন্দ সলিলে ভাসায়ে তারায় ডাক তারা বলে অনুরাগে।
আত্ম তীর্থ যার মহাতীর্থ বলে অন্তরে কভু না জাগে,
পৃথ্বী ভ্রমণেও ইষ্ট দরশন ঘটে না তাহার ভাগে।
তারা স্বরে মূল তেতার বাঁধিয়ে মূল মন্ত্রে জপ সুতানে সুরাগে,
(দেখবে) মূলাধার বাসিনি তব ঘুমায় কি জাগে।
দীনরাম বলে তারা নামামৃত যে জন সম্ভোগে,
অমর নিকর তার সঙ্গ না তেয়াগে।

৬৯ ভৈরবী—একতালা।

বিবিধ বিঘ্ন নাশন।
দেবী সুত প্রথম পূজিত দেব শ্রীগজানন।
ঋদ্ধি সিদ্ধি দাতা সবার দয়াল দুখ হরণ,
প্রসন্ন বদন এক রদন তরুণ অরুণ বরণ।
লম্বোদর সতত উদার সবার কামনা পূরণ,
(মম) বিফল কামনা হবে না বলিয়ে লয়েছি চরণে শরণ।
(তব) ও পদ ধ্যানে তালে তানে জুড়িনু বিবিধ বরণ,
ভকতি সলিল পূরিত করহে এ দীনের দুটি নয়ন।
ভকতি ভরিয়ে মা, মা, বলিয়ে দীন রাম যবে ডাকিবে সঘন,
মা যেন সত্বরে আসি মম শিরে রাখেন অভয় চরণ।

ভৈরবী—একতালা।

কিবা দুলিছে ভুবন মোহন।
মম দ্বাদশ দল কমল দোলায় কমলিনি সনে কমল নয়ন।
প্রেম পবনে দোলাইছে দোলা, দেখ্‌রে মানস অপরূপ লীলা,
(যেন) অচলা চপলা কোলে করি করে খেলা,
নবীন নীরদ প্রেমে নিমগন।
মদন মোহনে নিরখি নয়নে, প্রেমেতে কালিন্দী বহিছে উজানে,
কুলু কুলু রবে সরস্বতী সনে, সুরধনি সুখে নাচিছে সঘনে;
ছিল যে কামাদি অরাতি ছজন, চির মিত্র ভাব করিয়ে ধারণ,
শঠতা ভুলিয়ে মন প্রাণেলয়ে ও রাঙ্গা চরণে লয়েছে শরণ।
দ্বিদলে ত্রিবেণী মহাতীর্থ ধামে, শশাঙ্কশেখর গৌরী লয়ে বামে,
নিরখি নয়নে সেই রাধাশ্যামে; প্রেমানন্দ নীরে ভাসেন অনুক্ষণ;
প্রেমাবেশে দিগম্বর দিগম্বরী নাচিছে বলিছে হরি হরি হরি,
শ্রীরাধে গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী জয় যদুপতি লক্ষ্মীনারায়ণ।
মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মোপরে, সাপিনী নিদ্রিতা ছিল নতশিরে,
দোলের গোলেতে জাগরি শিহরে, উর্দ্ধমুখে প্রেমে করে দরশন;
দীন রাম বলে পূর্ণিমার দিনে, যতনে গোপনে অন্তর নয়নে,
হেরিলে এ দোল জনম মরণে, অনাসে জিনিতে পারে সর্ব্বজন।

৭১ খট ভৈরব—যৎ।

তারা নাম জপরে মন তারা হার পররে গলে।
যতনে লিখিয়ে রাখ জয় তারা হৃদ্ কমলে।
অজ্ঞান তিমিরে রাখ তারা নামের বাতি জ্বেলে,
(হবে) রবিসুত সশঙ্কিত ছোবেনা তোরে কোনকালে।
মিনতি জগত প্রাণ তোমার ওই চরণ মূলে,
(যেন) নিশিদিন তারানাম প্রবেশে মোর কর্ণ মূলে।
তারানাম জপিলে পরে যে যা চায় তাই মিলে,
সে যে কল্পতরু, গুরু তরু মুঞ্জরে সে নাম নিলে।

যে আছ যেথানে ডাক মনের সাধে তারা ব'লে,
কেবল জপিলে নাম জীবে চতুর্ব্বর্গ মিলে।
দীনরাম বলে মন ডাকরে মা তারা ব'লে,
আসিবেন জননি ত্বরা উঠিবি মায়ের কোলে।

৭২ খট ভৈরব—একতালা।

ছুটিল নীর আঁখি পথ ব'য়ে হৃদয় ভাসিল দেখনা,
এই বেলা রাঙ্গাপদে মম হৃদে বারেক আসি' দাড়াওনা।
চরণেতে ধরি আপন সন্তানে যেন মা নিদয়া হইওনা,
দুর্ল'ভ জনম দিয়াছ যদি মা আর মা বিফল ক'রোনা।
এ নহে সামান্য দুঃখ নিস্তারিণি আপন জননি চিনি না,
তাই চক্ষুনীরে ভাসে বক্ষ দুঃখ দিওনা দিওনা দিওনা।
কুটীলকাল জটিল বেশে টানিছে কেশে ত্যজেনা,
টুটিল বল দেখ মা আসিয়ে আর লুকাইয়ে থেকনা।
মা বলে ডাকিলে শত কর্ম্ম ফেলে মা যে কোলে লয় জাননা,
চরণ প্রয়াসে ডাকে দীনরাম চরণে বঞ্চিত ক'রোনা।

৭৩ খট ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

অনন্ত নাগ ভুষণ দেব-দেব দিগম্বর।
সুরাসুর প্রপূজিত ত্রিতাপ সংহর হর।
জলিত পাবক ভালে ধ্বক্ ধ্বক্ নিরন্তর,
জগৎগুরু পরাৎপর ত্রিলোক তাত ঈশ্বর।
শ্মশান আংশু চন্দন চর্চ্চিত সুঅঙ্গে তায়,
কনক ভাংএ মগন তনু ঢুলু ঢুলু নয়ন ত্রয়;
গিরীজাপতি ত্রিশুল ধর, গিরীজা সনে উক্ষোপর,
বিরিঞ্চি বিষ্ণু বন্দিত জয় জয় মহেশ্বর।

৭৪ ললিত ভৈরব—একতালা।

ছি ছি একি রীত অতি বিপরীত হেরি যে তোমার হে গিরি রাজন,
হয় নাকি মনে, প্রাণ উমাধনে বৎসরান্তে একবার আনিতে ভবন।

যাও যাও আর বিলম্ব না সয়, যথা প্রাণ উমা সেই হিমালয়,
উমা বিনা হেরি জগৎ শূন্যময়, এনে দাও উমায় ধরি হে চরণ।
ওহে প্রাণনাথ শুন মম বাণী, ভেবনা উমায় ভিখারী ঘরণী,
জগৎ জননী সেই দাক্ষায়ণি, ভাগ্যফলে কন্যা রূপে দরশন;
এ কাল যামিনি প্রভাতা হইলে, সেই হেমবরণারে না হেরিলে,
নিশ্চয় অনলে নতুবা সলিলে, এ ছার জীবন দিব বিসর্জ্জন।
কঠিন পাষাণে বাঁধি প্রাণমন, দয়া মায়া দিয়াছ হে বিসর্জ্জন,
জননীর প্রাণ কোমল কেমন, জানিলে হতেনা মমতা বিহীন;
দীন রাম বলে শুন গিরীরাণী, ভকত-বৎসলা তব কন্যা জানি,
ডাক দুর্গা ২ বলে আজিকার যামিনি, আপনি যে দুর্গা দিবেন দরশন।

ললিত ভৈরব—কাওয়ালি।।

হরির চরণ পাইতে যদি বাসনা।
কর সাধনা, ধ্যান ধারণা, তব রসনা হরি নামে রসাওনা।
সাধু সঙ্গে সদালাপে, রহ দিবস নিশিতে,
(সদা) কৃত পাপের অনুতাপ করনা।
(হরিনাম) শ্রবণ কীর্ত্তন সদা করনা,
মনে রেখ সার মর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, মর্ম্মে পীড়া কভু কারেও দিওনা।
হরি মন্দির মার্জ্জন নিত্য করনা,
বৃথা বাক্য পরিহরি, মুখে বল হরি হরি, কলুষ-হারীরে কভু ভুলনা।
প্রভাতে অলস কভু হ'ওনা,
প্রভাতে উঠিয়ে, প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়ে, তুলসি চন্দন ডালি দাওনা,
শ্রীহরিরে জানাও মনবেদনা।
কভু বিষয় বাসনা মনে রেখনা,
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, আছে তোমার দশটা শত্রু,
যতনে শাসনে তাদের রাখনা।
সংসারেতে লিপ্ত কভু থেকনা,
মৎস যেরূপে রয়, সেরূপ রহ নিশ্চয়, ভাবনা তোমার তবে রবেনা।
(হরির) চরণ কমলে লুটে পড়না,

রাম বলে ভাবনা কি, দেখা দেবেন কমল আঁখি,
(তখন) অবোধ শমনে ফাঁকি দাওনা ।

৭৬ ললিত ভৈরব—ত্রিতালি ।

দ্বাদশ মাসান্তে একবার মাত্র আসি গিরে,
তিন দিন কভু চারি দিন থাকিবি শিবাণি ।
তোরে খাওয়ায়ে পরায়ে সুখ পাইনা বরং দুঃখ,
বাড়ে যবে মনে পড়ে ছেড়ে যাবি নিস্তারিণি ।
এবারে দিবনা ছেড়ে, কাঁদিব চরণে পড়ে,
তনয় কোথায় রহে আপন জননি ছেড়ে,
দেখিব কেমনে যাও, কেমনে বা ফাঁকি দাও'
ছাড়িব না কভু তব অভয় পদ দুখানি ।
দুর্গা দুর্গা বলে সদা ডাকি তুমি চলে গেলে,
দেখার আশায় প্রাণ রাখি নহে যেত চলে,
পাষাণনন্দিনি ব'লে অনায়াসে থাক মা ভুলে,
রাম কিন্তু মাকে ফেলে রহিতে নারে জননি ।

৭৭ ললিত ভৈরব—কাওয়ালি ।

ওহে নবঘন তব বক্ষিহে দুটি চরণ, বল কোথা আছে মম নিরদবরণী ॥
আসি যে আশার আশে, এসেছি তোমার পাশে,
অনিমেষে আছি চেয়ে হেরিতে হেমবরণী ।
করযোড়ে শূন্য পথ আবরিয়ে কি কারণে,
কা'রে প্রণমিছ নত মস্তকে আনন্দ মনে,
নিশ্চয় হেরেছে মম জননি তব নয়নে, নহে কেন অশ্রুনীরে ভাসালে ধর
এই যে শুনিলাম আমি দিব্য রথ চক্র ধ্বনি,
পুলকে পূরিল প্রাণ সে মধুর ধ্বনি শুনি,
অলক্ষিতে কার অসি ঝলসিছে বল শুনি,
না জানিয়ে লোকে বলে গগনে সৌদামিনি ;
দীন রাম বলে আজি পুরাও হে মনোরথ,
ছাড় পথ অবরোধ ক'রোনা নয়ন পথ,

জননি বিহীন হ'য়ে হ'য়েছি ভবে অনাথ,
দয়া করি বারেক দেখাও সে দীন তারিণি।

৭৮ ললিত ভৈরব—ঝাঁপতাল।

রাজভোগে মাতিয়ে রাজন ভুলিলে কি রাজ রাজেশ্বরী,
রাজীব লোচনা উমা প্রাণের প্রাণ কুমারী।
যাও নাথ ত্বরা করি, যথা সে কৈলাস পুরি,
আনিয়ে দাও প্রাণ কন্যায়ে নিরখি মন দুঃখ নিবারি।
বিহনে মম প্রাণ দুহিতা, প্রাণ যে নাথ ধরিতে নারি,
শূন্য হেরি রাজভবন বিহনে সেই রাজ কুমারী।
উমা যে মম সর্ব্বস্ব ধন, উমা আমার সর্ব্বেশ্বরী,
বলহে কোন প্রাণে প্রাণনাথ রহিলে উমাধনে পাসরি।
দীন রাম বলে শুনগো গিরিরাজন-প্রাণেশ্বরী,
হেরিবে যদি প্রাণ উমারে ডাক মা ব'লে হৃদয় ভরি।

৭৯ ললিত ভৈরব—একতালা।

প্রথম শ্রীগুরু চরণ স্মরণ কর মম মন জ্ঞানি,
গুরুর কৃপায় অভাব না রয় সাধুর বচন শুনি।
ব্রাহ্ম মুহুর্ত্তে করি গাত্রোত্থান, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে হৃদে কর ধ্যান,
মুখে বল দুর্গা দুর্গা দুঃখহরা দীনের দুর্গতি নাশিনি।
দাসত্ব প্রভুত্ব যখন যেমন, করিতে অলস হ'ওনা কখন,
সকল করম করিও অর্পণ, মায়ের চরণে দিবস রজনী।
প্রারব্ধ ভুগিতে এসেছ এ ভবে, ভোগ বিনা সে ত কভু না মিটিবে,
ক্রিয়মান কর্ম্মে সাবধানে রবে, সঞ্চিতে বঞ্চিত করিবে শিবানি।
দীন রাম বলে করিয়ে গোপন, হৃদয়ে মায়ের যুগল চরণ,
অন্তর নয়নে কর দরশন, অন্তিমে ত্বরায় সে পদ দুখানি।

৮০ ললিত ভৈরব—একতালা।

চল যাই সেই আনন্দ ধাম হেরিব নয়নে রাজ-রাজেশ্বরী,
উদিবে বিমল প্রেম অন্তরে মোহিনী মূরতি হেরিয়ে।

তথায় ক্ষীর সাগর গভীর নীরে বহিছে,
কাঞ্চনময় স্নুবরণ দ্বীপ তাহার উপর ভাসিছে।
(তথায়) নাই ক্ষুধা, কি পিপাসা, দ্বেষ প্রতিহিংসা, পূর্ণচন্দ্র সদা উদিছে,
অমর অসুর শার্দ্দূল হরিণ সখিভাবে সুখে ভ্রমিছে।
তাল তমাল অতীব রসাল, কদম্বের মুলে বসিয়ে,
অমর-বৃন্দ ধ্যানে মগন ব্রহ্মময়ী রূপ স্মরিয়ে।
কল্পতরুবর অতি মনোহর, গগন ব্যাপিয়া শোভিছে,
বৃক্ষমূলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব স্বর্ণ সিংহাসন শিরে বহিছে।
(হের) সিংহাসনোপরে সদাশিব মূর্ত্তি আনন্দে বিভোর হইয়ে,
নাভির উপরে সুগন্ধি কমল আছে বিকসিত হইয়ে,
কমল উপরে রতন আসনে রাজ-রাজেশ্বরী বসিয়ে,
জ্যোতির্ম্ময়ী মোক্ষপ্রদায়িনি মুক্তিরূপ ধরিয়ে।
দীন রাম বলে ভাই বন্ধু মিলে সকলে সেরূপ হেরিয়ে,
জনমের মত জীবন সফল করিব শমনে বঞ্চিয়ে।

৮১ ললিত ভৈরব—একতালা।

স্বপন যোগেতে হেরেছি নিশিতে উমা যেন আমার এসেছে,
মা মা বলিয়ে কোলেতে বসিয়ে আমার বদন চুমিছে।
নিদ্রাভঙ্গে দেখি প্রাণকন্যা নাই, প্রাণনাথ! এত কাঁদিতেছি তাই,
বিনা সেই ধন হে গিরিরাজন, মহানিদ্রা মম আসিছে।
বৎসর যে যায় না হেরিয়ে মায় নিশ্চয় সে কত কাঁদিছে,
নহে কেন মম প্রাণ তা'র তরে কাঁদিয়ে বিহ্বল হতেছে;
চরণেতে ধরি যাও ত্বরা করি, আনিয়ে দেখাও প্রাণকুমারী,
বিশ্বেশ্বরী বিনা শোক সিন্ধু উথলিয়ে সদা উঠিছে।
উমা যে আমার ভুবন ঈশ্বরী, বিশ্বনাথ যাঁর সদা আজ্ঞাকারী,
কুবের ভাণ্ডারী নন্দী দ্বারের দ্বারী, ভাগ্যফলে কন্যা হয়েছে;
ওই দেখ সবে উমারে না হেরে, নর নারী সবে কাঁদে ঘরে ঘরে,
দীন রাম আজি তা হেরে কাঁদিয়ে ধুলায় লুটায়ে পড়েছে।

রাগমালা।

৮২

ভৈরব—তেওরা।

মাভৈ মা ভৈরব নাদিনী তারা, কাল রূপিণি, ভকতবৎসলা !
দীনরাম রচিয়ে রাগমালা, পূজিছে তব রাঙ্গা চরণ দুখানি।

ভৈরবী—তাল ঐ।

দীন দয়াময়ি, দীনতারিণি, ভৈরবী দুঃখ নাশিনি হও, সদযা নিজগুণে,
প্রপণ্যে মহামায়া, শরণাগত জনে, তুমি যে পালিণি।

সিন্ধু—তাল ঐ।

এ ঘোর ভব সিন্ধু নীরে পড়িয়ে মাতঃ, কালীকে.
এবে কণ্ঠাগত যে প্রাণ মম, তব কৃপায় সিন্ধু বিন্দু হয় জ্ঞান,
তাই পরিত্রাহি ডাকি গো মা বলিয়ে, জানি নিদয়া কভু নহগো জননি।

ললিত—তাল ঐ।

গলিত পলিত ললিত অঙ্গ হ'য়েছি কঙ্কাল সার গো কঙ্কালী,
নাহি সময় ব'লে ডাকি ক্ষীণস্বরে, কেবল ও চরণ, প্রয়াসে ভবানি।

দেবগিরি—তাল ঐ।

তুমি ভবতারিণি, দনুজ দলনি মা, দুর্গে দেবগিরি, শিখরবাসিনি,
শিব সোহাগিনী, শমন বারিণি, তব চরণ শবে, শিবত্ব দায়িনী।

সারঙ্গ—তাল ঐ।

করিছ দিবা নিশারঙ্গ শিব সনে, মহিমা কেবা তব, জানে মা ত্রিভুবনে,
তুমি প্রকৃতি তুমি, পুরুষ হয়ে কর, সৃজন পালন, বিশ্ব জননি।

শ্রীরাগ—তাল ঐ।

অন্তরে যেবা ডাকে, তোমারে শবাসনা, ত্বরিত নাশ তার ভবের যাতনা,
ইতর মনোমত বিভব, যশ, শ্রীরাগ, দ্বেষাদি কভু রহেনা হৃদে তার,
তোমার কৃপায়, ওগো নিস্তারিণি।

পুরবী—তাল তেওরা।

ত্রিপুরাসুন্দরি! ত্যজিয়ে তারাপুরবিহর হর সনে জুড়াবে অন্তর,
চন্দন চর্চ্চিত, জবা বিল্বদল. শোভিত তুটিপদ, দিয়া মম শিরে,
তার অধমে ওগো, অধম তারিণি।

গৌরী—তাল ঐ।

দিগ্‌বসনা আছে, চির বাসনা মনে, কোরোনা বঞ্চিত,
চরমে ও চরণে, গৌরী রূপ ধরি, আসিয়ে হরমনে,
নাশিবে তুঃখ মম অশিব নাশিনি।

৮৩ যোগীয়া ভৈরব—একতালা।

জয় জয় জয় নন্দ তুলাল, যশোদা জীবন ধন,
অনাদি অনন্ত তারণ কারণ, জয় জয় ভব বারণ।
সুন্দর সুঠাম অতি অনুপম, অপরূপ রূপ হেররে নয়ন,
পদনখে হের শোভিছে কেমন, অসংখ্য চন্দ্রমা কিরণ।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা-মোহন-মুরতি, শকতি না বাণী করে যে বর্ণন,
রাধা নাম লেখা শিরে শিখি পাখা ধরেছে ভুবন মোহন।
পরা পীতধড়া, শিরে মোহন চূড়া, করেতে মুরলী মোহন,
মৃতুল পবনে হেলিছে তুলিছে অঙ্গের পীত বসন।
বন মালা গলে মৃতু মৃতু দোলে বামে রাধা সহ যত সখী গণ,
মোহন রূপ হেরি নাচিছে আনন্দে যতেক ব্রজের রাখালগণ।
পরাণ ভরিয়ে ওরূপ হেরিয়ে দীনরাম হও ও রূপে মগন,
হবেনা হবেনা কঠোর যাতনা, যাবেনা শমন ভবন।

৮৪ খট—একতালা।

আমার হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝারে বিহরহে রাধা শ্যাম।
প্রেম আরতী করিব তোমার মোহন মূর্ত্তির গুণধাম।
ভক্তির সলিল করিয়ে সেচন, ধোয়াব তোমার তুর্লভ চরণ,
তৃষিত নয়নে পড়িয়ে চরণে, হেরিব ও রূপ অনুপম।

প্রেম রসে রসাইব রসনারে, নামামৃত পানে তুষিব মনেরে,
সরসে হরষে শ্রীহরে মুরারে, বলিয়ে জপিব অবিরাম।
অনিত্য সংসারে দিয়ে জলাঞ্জলি, ও চরণে সদা রব কৃতাঞ্জলি,
দিবস শর্ব্বরী শ্রীরাধা শ্রীহরি, বলিব বদনে না হবে বিশ্রাম।
করযোড়ে গললগ্নী কৃতবাসে, কাঁদিয়ে জানাব মনের আবেশে।
তার নাথ মোরে এ ঘোর পাথারে, রামেরে এবারে হ'ওনা বাম।

খট—যৎ।

আত্ম-তীর্থ ত্যজ্য করি কোথা যাওহে মন আমার।
জাননা কি ঘরের মধ্যে আছেন হরি সারাৎসার।
মূলচ্ছেদে অগ্রভাগে জল দিয়ে কি ফল তারে,
(মিছা) আশার আশে থাক্‌বে ব'সে হবে যে জল ঢালা সার।
যেরূপ দেখ সেই তাঁরই রূপ সে রূপ বিনা নাই যে আর,
ব্রহ্মময় এ জগৎ জেনো, হরিই ব্রহ্ম পরাৎপর।
মনে কর আমার আঁখি "আমি" দেখি নিরন্তর,
সে নওহে তুমি, দেখ্‌ছে যে জন আছে হৃদয় ভিতর।
(একবার) ভাব তাঁরে যেজন তোমার আলো করে আঁধার ঘর,
যে ধন বিনা অজপান্তে দেখ্‌বিরে সব অন্ধকার।
রাম বলে সেই হরির চরণ বিনা গতি নাইক আর,
তারে তারে বল্‌বে হরি দেখ্‌বি ভবের পারাবার।

খট—একতালা।

পার্থিব সুখ সম্পদ যত, ভাব মম মন অসার সতত,
এ ভব সংসারে অতুল সম্পদ, শ্যামাপদ বিনা নাহি অন্য গতি।
নয়ন মুদিয়ে কররে ভাবনা, ভবে উদ্ধারিতে না রবে ভাবনা,
যে পদ ভাবিয়ে সদা যোগী জনা, অনায়াসে পায় পরম সদগতি।
বিবসনা শবাসনার সে পদ, যে পায় সে ভাবে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ,
সুখপ্রদ তার, সকল বিপদ, হয় পদে পদে রহেনা কুমতি।

দীন রাম বলে মন তোমায় জানি, এ ভব সংসারে তুমি পূর্ণ জ্ঞানী,
এ দীনের দিনান্তে সে দীনতারিণি. চরণ প্রান্তে করিও বসতি।

৮৭ খট—যৎ।

শিখিয়েছ মা বলিতে তাই মা বলিয়ে ডাকি।
দয়াময়ী ব'লে ভবে তাইতে দয়ার আশে থাকি।
তুমি বলাও কালী তাই মা কালী বলি যমে দিতে ফাঁকি,
হৃদয় মাঝে চরণ দেখাও তাইতে নয়ন মুদে দেখি।
গুরুরূপে যেই মন্ত্র দিয়েছ তাই জপে থাকি,
(তোমার) যেরূপ দেখাও তাই দেখি তোর, স্বরূপ কি কেউ দেখেছে কি।
(তব) নাম গোত্র মোক্ষ বন্ধ আছে কেহ শুনেছে কি,
তুমি মা কি পিতা কে জানে তা শিখাও যেমন তাইত শিখি।
ভবের ভয়ে মা বলিয়ে যবে পরিত্রাহি ডাকি,
কালী রূপে তুইত এসে বলিস যে রাম ভাবনা কি।

৮৮ খট—যৎ।

পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে ডাকি তোমায় অকপটে,
নিকটে বারেক আসি দাঁড়াওনা।
পক্ষ হইয়ে বিপক্ষ, প্রতি পলে করে লক্ষ্য, দিতেছে দারুণ মন বেদনা।
ছুটি খুটির উপরে. দিয়াছ রহিতে ঘরে, ঘুন ধ'রে সে যে আর থাকেনা ;
(এবে) সুমেরু বাতাসে নড়ে, কবে চূড়া ভেঙ্গে পড়ে,
ত্বরায় জননি আসি দেখনা।
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিনেতে শঙ্করী, পড়িল সরানি ভাঁটা দেখনা ;
হেরি অলক্ষণ নিশিদিন, চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতিহীন,
আনন্দে কিরণ আর দেয়না।
হ'ল কমল মুদিত প্রায়, মধু আশে ভৃঙ্গ ধায়, মনমত মধু সে যে পায়না!
দুঃখে উড়িয়ে যাইতে চায়, তাই মা ডাকি তোমায়,
আসিয়ে ভৃঙ্গের রঙ্গ দেখনা।
জন্ম কর্ম্মফল লয়ে. যাইবে ভৃঙ্গ চলিয়ে, তাই সভয়ে ডাকি অভয়ে শোনন

আপন সত্ত্ব বুঝিয়ে, সত্ত্বে সত্ত্ব মিশাইয়ে,
রামের উপাধি কাড়িয়ে আসি লওনা।

৮৯ খট—ঝাঁপতাল।

আকুল হ'য়ে মা বলিয়ে ডাক মন হৃদয় ভেদিয়ে,
তবে ত আলু থালু বেশে মা আসিবেন ব্যাকুল হইয়ে ;
জননী ওরে করুণ স্বরে ডাকয়ে কেঁদে হৃদি ভাসায়ে,
শুনি সে ধ্বনি আসি জননী দিবেন আঁখি নীর মুছায়ে।
কোথা জননী দীনতারিণি ব'লে কাঁদরে ভূমে লুটায়ে,
দেখিবে তারা আসিয়ে ত্বরায় লইবে তোরে কোলে তুলিয়ে।
মায়ের স্বভাব পুরায় অভাব মা নামের কলঙ্ক ভয়ে,
তোর মায়ের অভাব কেবল তাই রাম ডাকিতে বলে মা বলিয়ে।

৯০ তোড়ী—কাওয়ালি।

সঙ্কটে তুমিগো তারিণি। (কালিকে)
ভুবন ঈশ্বরী সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণি।
তুমি সত্য তুমি ধর্ম্ম তুমি চৈতন্য রূপিনি।
ভব সাগরের ভেলা তুমি তারা নিস্তারিনি,
আদি অন্ত মধ্য নাই তোমার বিশ্ব জননী,
ত্রিগুণ অতীতা হয়ে তুমি ত্রিগুণ ধারিনী।
তুমি কালী তুমি কালা সর্ব্ব সম্পদ দায়িনি,
তুমি হরি' হর, রাধা, তুমি নগেন্দ্র নন্দিনী,
তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী নারায়নী,
তুমি গো ভৈরবী ছিন্নমস্তা সিদ্ধি রূপিনী।
ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা তুমি,
ভূচর খেচর চরাচরের আধার তুমি,
পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তুমি, তুমি দুর্গা সনাতনী।
দীনরাম বলে জানি সকলই তুমিগো তারা,
তবু তারা রূপে মোর মজেছে নয়ন তারা,

ধ্যানে জ্ঞানে গানে যেন তারাময় হয়মা তারা,
তারা তারা ব'লে যেন জীবন ত্যজি জননী।

৯১ তোড়ী—কাওয়ালি।

অনুক্ষণ জপনা মন হরি।
গোলক বিহারি দাওসে রাঙ্গা চরণে মানস পুষ্প আহরি।
হৃদয় কুটীর মাঝে কর মন দরশন,
দীন দয়াময় সেই পদ্মপলাশ লোচন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
ভ্রমেও মানব যদি বদনে উচ্চারে হরি,
অবহেলে যায় সেই ঘোর ভবার্ণবে তরি,
অন্তিমে নিবাসে সুরপুরী।
সর্ব্বপাপহারি হরিনামে সর্ব্বপাপ নাশে,
তপন উদয়ে যথা ত্বরিত তম বিনাশে,
(যেনাম) যোগীশ্বর জপে প্রাণভরি।
শ্রবণ কীর্ত্তন যেবা করে সেই সুধানাম,
সখাভাবে সদা সুখে রহে সে বৈকুণ্ঠ ধাম, কমলা সেবিত পদে হেরি॥

৯২ তোড়ী—কাওয়ালি।

অনন্ত রূপিনি তুমি তারা।
হর হৃদি পরে পদ দিয়ে আছ দুঃখ হরা, বর অভয় খর ধার খড়্গা ধরা।
তুমি মন তুমি প্রাণ তুমি কায়া মহামায়া,
তাপিত জনে জননী তুমিগো শীতল ছায়া,
যোগীর দুর্লভ ধন তুমি গো মা হরপ্রিয়া,
ক্ষুধিত জনে অন্নদা অন্ধের নয়ন তারা।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কালে, রবি, শশি, গ্রহ, তারা,
পঞ্চভূত আদি যবে কেহই ছিলনা তারা,
পরম কারণী রূপে তুমিই কেবল তারা,
ছিলেগো সত্ব রূপিণী ব্রহ্মময়ি পরাৎপরা।
নহ তুমি বালিকা বয়স্থা বৃদ্ধা সুরনর,
অসুর নহ মা তুমি নহ যক্ষ কি কিন্নর,

তব আজ্ঞাকারী সদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
তুমি বিশ্ব প্রসবিনি জগৎ জননী তারা।
আমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে তুমি গোমা মহারাণী,
অনন্ত আকাশ মাঝে তুমি বিরাট রূপিনি,
প্রভাকরে প্রভা চন্দ্রে বিমল জ্যোতী দায়িনী,
তুমি দীন রাম হৃদে ভুবন ঈশ্বরী তারা।

তোড়ী—কাওয়ালি।

আমার কিভয় মরণে।
শমন বারিনি আছেন হৃদি সিংহাসনে।
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিনে করি স্নান,
ক্ষীর সাগরে গিয়ে নিত্য করি সুধাপান,
নিত্য ধন আশে গুরু দত্ত ধনে করি ধ্যান,
নিস্তারিনি রূপ হেরি শয়নে স্বপনে।
সাপিনী বিষেতে করি বিষয় বিষ নিবারণ,
নিষ্কাম শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছি মন বারণ,
কালে ফাঁকি দিতে করি কালী নাম উচ্চারণ,
এ প্রাণ রেখেছি প্রাণ জননী চরণে।
দীনরাম বলে কভু হইনা শঙ্কিত মন,
আমার মরণ হবে নাজানি সে বা কেমন,
যা ছিলাম তাই আছি রহিব পুনঃ তেমন,
যায় যাক্ কিম্বা কাজ পুরাতন বসনে।

ললিত—একতালা।

চরণে মিনতি করি মা পার্ব্বতী দাও মা অচলা ভকতি সুমতি।
তোমার দাসত্বে যেন রহে রতি দিবারাতি মম ওগো ভগবতী।
যতদিনঃ তুমি রহিবে ভুবনে, জনমে জনমে রেখ মা চরণে,
তোম্যারে সেবিলে স্বপনেও মনে, ভাবিব না কভু চরমের গতি।
তোমার চরণ ভুলিতে যে নারি, সেবায় বঞ্চিত ক'রোনা শঙ্করী,
চাইনা মুক্তি ওমা বিশ্বেশ্বরী, ঋষি সিদ্ধি কিবা পরমা সুগতি।

স্তন পান তরে কাঁদিলে কুমার, রাঙ্গা ফলে সে যে নাহি ভুলে আর,
দীন রাম বত পদ বিনা আর ভুলিবেনা ওগো অগতির গতি।

৯৫ ললিত—আড়াঠেকা।

উঠ গোমা জগত্তারা আশুতোষ সোহগিনি।
অকুল কুল দায়িনি ওগো কুল কুণ্ডলিনি।
জ্যোতির্ম্ময়ি রূপ ধরি, পদ্ম বন আলো করি,
নিরালম্ব পুরি মাঝে চলমা বিশ্ব জননী।
নিদ্রা তন্দ্রা পরিহরি, মূলাধার ত্যাজ্যকরি,
স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান বারেক হও জননী।
ষড় দল ত্যজি পরে, চল গোমা মণিপুরে,
দশ দলে এবে ওগো দশ দিক প্রকাশিনি।
তদুপরে অনাহতে, দ্বাদশ দল পদ্মেতে,
এস মা নিদয়া যেন হ'ওনা নিস্তারিণি।
ক্রমেতে ষোড়শ দলে, সেই বিশুদ্ধ কমলে,
চলগো জগত মাতা ধরি চরণ দুখানি।
আসিয়ে বিহর সুখে ওগো হর মোহিনি।
এস গোমা তদুপরি, যথা সহস্রার পুরি,
হর সনে হর কালে রমনে হর মোহিনি।
দীনরাম বলে তারা, গুরূপে আপন হারা,
তব তীর্থানন্দ যেন রহেগো দিন যামিনি।

৯৬ আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

কোথা গো ভুবনেশ্বরী আয়মা ত্বরিত পদে।
ভব ব্যাধি নিরবধি দিতেছে যাতনা হৃদে।
ত্রিতাপ জ্বালাতে জ্বালি, ক্রমে তনু হ'ল কালি,
এ সময় কোথা গেলি, ফেলিয়ে ঘোর বিপদে।
পীড়িত সন্তানে রাখি, মমতা তোর হয়না কি,
নিকটে থাকিয়ে ফাঁকি, দিস মোরে পদে পদে।

পীড়ায় দুর্ব্বল অতি, উঠিতে নাহি শকতি,
চলিতে স্খলিত পদ হইতেছি পদে পদে।
তুমি হস্ত বুলাইলে, সর্ব্বব্যাধি যাবে চলে,
তাই ডাকি মা মা ব'লে বিপদে রাখ শ্রীপদে।
রাম বলে এত ডেকে, যদি না পেলাম তোকে,
মা মা ব'লে যাব চলে, মা নাম ফিরায়ে দে।

আলাহিয়া—একতালা।

কেও কাল বরণি।
উলাঙ্গিনি, হাসিছে নাচিছে, ভ্রমিছে চরণ
পাইয়ে হরসে নাচিছে ধরণী।
অভয়:চরণ যুগল প্রয়াসে, খসিল কটির বসন উল্লাসে,
তা হেরি কবরী মনের আবেশে, এলায়িত কেশে লুটায় অমনি
ভবের বন্ধন করিতে ছেদন, করে তীক্ষ্ম অসি করেছে ধারণ,
মুক্তকেশী মুক্তি দিবার কারণ, মুক্তি রূপে বুঝি আইল অবনী।
ওরূপ স্বরূপ নাহি ত্রিভুবনে, হেরি ত্রিনয়ন মুদিত নয়নে,
শুয়েছে চরণে হেরিতে গোপনে, অন্তর নয়নে দিবস রজনী।
দীনরাম বলে কে দিল আনন্দে, রাঙ্গা জবা রাঙ্গা চরণারবিন্দে,
সদানন্দো পরে হের সদানন্দে, সদানন্দময়ী জগৎ জননী।

আলাহিয়া—কাওয়ালি।

দুঃখ দেখিয়ে কি দুঃখ হয়না।
না জানি জননী তব এ কেমন বিবেচনা।
তোমারে হেরিবার তরে, এত যে ডাকি কাতরে
বারেক কি দেখা দিতে পারনা।
মা রূপ দেখিব ব'লে তাই মা বলিয়ে ডাকি,
যত ডাকি তত কাঁদি তোমার বিলম্ব দেখি,
ভয়ে কাঁপি মনে ভাবি, মা নাম বৃথা হবে কি,
(তব) নামের কলঙ্ক যে মা সয়না।

জনমে জনমে মম কৃত অপরাধ যত,
"মা" নামে এখনও কি মা হয় নাই ভস্মিভুত,
তবে কি "মা" বলে তোরে ডাকিলাম ভূতগত,
আমি কি নামের জোর তোর জানিনা।
দীনরাম বলে তোর আছে কত শত ছেলে,
"মা" বলে উঠেছে তারা তোর সেই অভয় কোলে,
ভয় নাই দেখা দেমা আমি উঠিবনা কোলে,
তোর চরণ বিনা ত অন্য চাইনা।

৯৯ সিন্ধু—একতালা।

কে তুমি কি ভাবে ভ্রমিছ এ ভবে ভুবন ব্যাপিয়ে বলনা।
তুমি জগৎ প্রাণ তোমা বিনা প্রাণ ধরিতে কভু যে পারিনা।
শোন্ শোন্ কবি কেন বা ডাকিছ, শুনিতে চাহিলে কথা না কহিছ,
হুং সঃ রবে আসিছ যাইছ, এ প্রাণ রেখেছ ধরা দিতেছ না।
প্রবল প্রতাপ কে সহে তোমার, ভূচর খেচর উদ্ভিদ ভূধর,
সমীরণ নামে খ্যাত চরাচর, গুণের সাগর কি দিব তুলনা।
চরণ বিহীনে ভুবন ভ্রমিছ, কর হীনে অঙ্গে হস্ত বুলাইছ,
আঁখি নাই কিন্তু সবায় হেরিছ, স্পর্শেতে মাত্র যে যায় তোমা জানা।
ভুবনে যে করে তোমার সাধন, হয় যে তাহার সুদীর্ঘ জীবন,
তুমি হে অকাল মৃত্যু নিবারণ, সেবকে কেন হে করিছ ছলনা।
কর যোড়ে সদা মিনতি তোমারে, যে দিন ত্যজিবে এ দীন রামেরে,
নবদ্বার ত্যজি ব্রহ্ম রন্ধ্র ভেদি, করিও গমন আছে হে বাসনা।

প্রথম পাঠ সমাপ্ত।